অভিনয়-সিরিজ

রূপায়িত করেছেন, চিত্রশিল্পী—

শ্রীপূর্ণচন্দ্র চক্রবর্ত্তী

পরিচালনা

শ্রীশরৎচন্দ্র পাল

(কমলিনী-সাহিত্য-মন্দির প্রতিষ্ঠাতা)

১৩৬৪

শরৎ-সাহিত্য-ভবন

চরিত্র

বাহাদুর শাহ—দিল্লীর বাদশাহ

জোয়ানবক্ত
মীর্জা সুলতান } —ঐ পুত্রগণ

নানাসাহেব—বিঠুরবাসী পেশোয়া-পুত্র

তান্তিয়া তোপী
টীকা সিংহ
আজীমউল্লা } —ঐ সহচরগণ

লিয়াকৎ আলি—ভাগ্যান্বেষী মৌলবী

হিউয়েট
উইলিয়াম
স্মিথ
উইলসন } —ইংরেজ সেনানীগণ

হ্যাব্‌লক্

হডসন

সার হেনরী লরেন্স—লক্ষ্ণৌ-এর চীফ কমিশনার

টড—নানাসাহেবের ইংরেজী শিক্ষক

সিপাহী-বিদ্রোহ

(ছেলেদের নাটক)

প্রথম অঙ্ক

প্রথম দৃশ্য

মীরাট—প্যারেডক্ষেত্র।

কাল—অপরাহ্ন। দূরে-দূরে সৈন্যগণ প্যারেড করিতেছে।
একপার্শ্বে দাঁড়াইয়া হিউয়েট ও উইলিয়াম।

উইলিয়াম। আপনি আছেন কমাণ্ডিং অফিসার—প্যারেডে আপনি গেলেন-নাই—ইহা কি প্রকার কথা হইল ?

হিউয়েট। হামি এ-সকল ব্যাপার পছন্দ করে না—মিষ্টার উইলিয়াম! হামার দুঃখ হোয়। হামি সিপাহী-দিগকে ভালবাসে—লেড়কার মত, উহারা অবাধ্য হইলে সাজা দিতেই হোয়, লেকেন উহাতে হামি আনন্দ পায় না, দুঃখ পায়! কর্ত্তব্যের জন্য প্যারেড-

ফিল্ডে আসিয়াছে, লেকেন, উহাদের মুখের দিকে চাহিতে হামার কষ্ট হইবে, তাই তফাতে আছে।

উইলিয়াম। এ বোড়ো আফ্‌শোষ আছে যে, আপনার মত সদাশয় কমাণ্ডিং অফিসারের কথাতেও সিপাহীদের সন্দেহ দূর হইল না।

হিউয়েট। কি প্রকারে হইবে? খালি টোটা কাটা গোলমাল হইলে যাইতে পারিত! লেকেন, ইহার ভিতর আছে চক্রী লোকের ষড়যন্ত্র! হামি বিশ দফে সিপাহী লোকদের বুঝাইয়েছে যে, টোটায় চর্ব্বি নহি আছে। বিশ দফে ও-লোক হামার কথায় বিশোয়াস করিয়েছে, লেকেন একৈশ দফে চক্রীলোক সিপাহী আদমী-দিগকে বোলিয়েছে—"আছে, আছে, চর্ব্বি জরুর আছে, টোমাদিগের জাটি মারিবার জন্য আংরেজ লোক এহি ফিকির করিয়েছে।"

উইলিয়াম। একৈশ দফে আপনিও বি সিপাহীলোককে সমঝাইলেন না কেন? বিশ দফে সমঝাইয়ে হায়রাণ হইলেন না কি?

হিউয়েট। না-না, হায়রাণির কথা হইটেছে না। এ-ভাবে সৈন্যদল বজায় রাখা চলিটে পারে না। মিঠা কথায় একবার চলে, দুইবার চলে, বার-বার যদি এক টোটা লইয়া ঝামেলা হয়, শৃঙ্খলা বজায় থাকে না। এ-বারে সাজা দিয়া দেখা যাউক।

উইলিয়াম। সাজা এর আগেও দেওয়া হইয়াছে জেনারেল হিউয়েট! ব্যারাকপুরে মঙ্গল পাঁড়ে, ঈশ্বরী পাঁড়ে—দুই আদমির ফাঁসী হইয়াছিল। বহরমপুরের ১৯ নম্বর পল্টনকে ব্যারাকপুরে আনিয়া ও-লোকের হাতিয়ার কাড়িয়া লইয়া বরখাস্ত করা হইয়াছিল! ফল কি হইয়াছিল বলুন!

হিউয়েট। ফল কিছুই হোয় নাই! আগুন ছড়াইয়া পড়িয়াটেছে। ঐ যে হামি বলিয়াছে—চক্রী-লোক উহার পিছনে আছে। উহারা গোলমাল বাধাইটে চায়। হয়ত বহুট গোলমাল হইবে। হয়ত মিউটিনী হইবে। হয়ত—বহুত আংরেজলোকের প্রাণ যাইবে! কিন্তু হামি কি করিতে পারে? ২৪শে এপ্রেল তারিখে স্মিথ সাহেব প্যারেড করাই-টেছে, ৩নং পলটনের ৯০টা সিপাহী ছিল, তাহাদের ভিতর ৮৫টা টোটা লইতে স্বীকার করিল নাই! হামি কি করিটে পারে? কোর্টমার্শাল হইল, সাজা দিল, হামি কি করিটে পারে? ইচ্ছা-পূর্ব্বক যাহারা অবাধ্যতা দেখাইয়াছে, তাহাদের প্রতি অনুগ্রহ কি প্রকারে দেখাইতে পারে? হামি কোর্টমার্শেলের হুকুম মঞ্জুর করিতে বাধ্য হইলাম।

উইলিয়াম। সাজা হইল—দশ বৎসর জেল—না?

হিউয়েট। কাহারও কাহারও কম আছে। যাহাদের বয়স কম, পরের কথায় নাচিয়াছে, তাহাদের।

উইলিয়াম। এতক্ষণ হয়ত উহাদের হাতিয়ার পোষাক কাড়িয়া লওয়া হইয়াছে—কি বলেন?

হিউয়েট। ঐ যে—কর্ণেল স্মিথ আসিতেছে, উহার কাছে খবর পাইব।

(স্মিথের প্রবেশ ও অভিবাদন)

স্মিথ। গুড্-ইভনিং—জেনাবেল! ইভনিং কমিশনার!

হিউয়েট। কি হইল স্মিথ?

স্মিথ। সব হইয়া গেল! লেকেন, চারিধারে কামান-বন্দুক লইয়ে গোরা পল্টন খাড়া না থাকিলে আজ গোলমাল হইত!

হিউয়েট। গোলমাল? কি প্রকার?

স্মিথ। সমস্ত সিপাহীলোক মিউটিনী করিত! উহারা ৩নং পল্টনের দুর্দশা দেখিয়া কেহ রাগে কাঁদিয়াছে, কেহ দাঁত কড়মড় করিয়াছে, চোখে আগুন ছুটাইয়াছে। পারিলে আমাদিগকে ঐ প্যারেড-গ্রাউণ্ডেই চিবাইয়া খাইত!

উইলিয়াম। The bloody niggers!

হিউয়েট। উহাদিগকে বেড়ি হাতকড়ি পরানো হইয়াছে? ঐ ৮৫ জনকে?

স্মিথ। হাঁ—বেড়ি হাতকড়ি পরাইয়ে জেলখানামে পাঠানো হইয়েছে।

(নেপথ্যে বিউগিল)

প্যারেড ভাঙ্গিল—ঐ বিউগিল—

হিউয়েট। তবে আর কি—চল উইলিয়াম, ক্লাবে যাওয়া যাউক। মনটা তাজা করিবার জন্য দুই-একটা শ্যাম্পেনের বোতল আজ বেশী খুলিতে হইবে

উইলিয়াম। চল—জেনারেল। Cheerio! গোলমাল কাটিয়া যাইবে! কালা সিপাহী গোসা করিয়ে কি করিবে?

হিউয়েট। না-না, করিবে কি? তবে হামি উহাদের স্নেহ করে! উহাদের সাজা দিতে হইলে হামার মনে-বি দুঃখ হোয়, দুঃখ হোয়! এই কথা! উহারা করিবে কি? ভেড়ার পাল! টুমি যাইবে না স্মিথ?

স্মিথ। আপনারা যাউন! হামি পরে আসিবে! প্যারেড গ্রাউণ্ডটা ভাল করিয়ে ঘুরিয়ে আসি একবার—

হিউয়েট। তাড়াতাড়ি আসিও। সন্ধ্যা হইয়া গিয়াছে—দিন খারাপ, একা-একা কোথাও থাকিও না স্মিথ—

উইলিয়াম ভেড়ার পালের ভয়ে না কি? হাঃ হাঃ হাঃ—

য়েট। হাঃ হাঃ হাঃ—সাবধান থাকিতে হয়, সাবধান থাকিতে হয়

উইলিয়াম সহ প্রস্থান

স্মিথ। উহাদিগকে ভেড়ার পাল বিবেচনা করা ভুল

হইবে। উহাদিগেরই বিক্রমে হামিলোক ইংরাজ-গবর্ণমেণ্ট, মারাঠা-শিখকে পরাজিত করিয়াছে। এই বিশাল দেশে গোরা পল্টন আছে কয়টা? সাম্রাজ্য রক্ষা করিতেছে এই ভেড়ার পালই।

(উইলসনের প্রবেশ)

উইলসন। হেল্লো—স্মিথ!

স্মিথ। ইভনিং—ব্রিগেডিয়ার!

উইলসন। চল—ক্যাণ্টনমেণ্টে একবার যাওয়া যাউক।

স্মিথ। ক্যাণ্টনমেণ্ট? কেন?

উইলসন। প্যারেড গ্রাউণ্ডে সিপাহীদের মেজাজ লক্ষ্য করিয়াছ ত?

স্মিথ। করিয়াছি। এখন হামিলোক ক্যাণ্টনমেণ্টে গেলে উহারা আরও রাগিয়া যাইবে না কি? হামার বিবেচনায় এখন উহাদিগকে ঠাণ্ডা হইতে সময় দেওয়া উচিত হইবে!

উইলসন। ঠাণ্ডা না হইয়ে যদি আরও গরম হয়?

স্মিথ। তাহা হইলেই-বা আমরা যাইয়া কি করিতে পারিব?

উইলসন। খবর ত পাইতে পারিব! তুমি চল!

(নেপথ্যে বহু বন্দুকের শব্দ)

ও কি? ও কি?

স্মিথ। ক্যাণ্টনমেণ্টের দিক হইতেই! চলুন—চলুন—ব্রিগেডিয়ার!

(নেপথ্যে ইনক্লাব জিন্দাবাদ!)

স্মিথ। এই দিকেই অনেক সিপাহী দৌড়াইয়া আসিতেছে।

উইলসন। ইহা আছে মিউটিনী, স্মিথ।

স্মিথ। চলুন—হিউয়েটের কাছে!

উইলসন। হিউয়েটের কাছে কেন? আমি মীরাট ষ্টেশনের ব্রিগেডিয়ার আছে।

স্মিথ। কিন্তু জেনারেল হিউয়েট সমস্ত সেণ্ট্রাল কমাণ্ডের কমাণ্ডিং অফিসার। তিনি যখন উপস্থিত আছেন, তখন তাহার হুকুম না লইয়া কোন-কিছু কাজ করা উচিত হইবে না ব্রিগেডিয়ার! ইহা ছোট-খাট ব্যাপার নহে, ইহা মিউটিনী।

উইলসন। কিন্তু—হিউয়েটের হুকুম লইতে গিয়া যে দেরী হইবে, ততক্ষণে বিদ্রোহীরা কি করিয়া বসিবে, তাহার স্থিরতা কি আছে? আমি আ ন দাঙ্গিতে—

(একজন সিপাহীর প্রবেশ)

সিপাহী। হুজুর! ব্রিগেডিয়ার সাব্!

উইলসন। হাঁ—তোম্ কৌন হ্যায়?

সিপাহী। তিন নং পল্টনের যে পাঁচজন সিপাহী—সরকারের হুকুম পালন করেছিল ২৪শে তারিখের প্যারেডে—

স্মিথ। হাঁ, তুমি সেই পাঁচজনের ভিতর একজন আছ। চিনিয়াছে তোমাকে।

সিপাহী। খবর ভয়ানক! ক্যান্টনমেন্টের সমস্ত সিপাহী জেলখানায় ছুটেছে—তারা মুক্ত ক'রে দেবে ৩নং পল্টনের ঐ ৮৫ জন কয়েদী সিপাহীকে।

উইলসন। মুক্ত করিবে? মিউটিনী করিবে? তাহা হইলে তোপের মুখে উড়িয়া যাইবে না? তাহারা কি সরকারের শক্তি জানে না?

সিপাহী। ভয় দেখিয়ে সময় নষ্ট না ক'রে তাহ'লে গোল-ন্দাজদের ডাকা উচিত! দেরীতে সর্বনাশ হবে।

(দ্বিতীয় সিপাহীর প্রবেশ)

২য় সিপাহী। ব্রিগেডিয়ার সাব্! কর্ণেল সাব্! কয়েদীদের খালাস ক'রে দিয়েছে! সমস্ত সিপাহী, পদাতি অশ্বারোহী, ক্ষেপে গিয়েছে। আর—আর—

স্মিথ। আর, আর—

১ সিপাহী। কর্ণেল ফিনিস্—মারা গিয়েছেন—

উইলসন। প্রথমেই ফিনিস্? ১১নং পল্টনের কর্ণেল ফিনিস্? কে মারিল তাঁকে? কে মারিল তাঁকে?

১ সিপাহী। ২০নং পল্টনের কয়েকজন সিপাহী!

স্মিথ। আর ১১নং পল্টনের সিপাহীরা?

২য় সিপাহী। তারা ২০নং-এর সঙ্গে যোগ দিয়েছে—

উইলসন। স্মিথ! তুমি যাইতে পার হিউয়েটের কাছে—যে ক্লাবে বসিয়া মদ গিলিতেছে! হামি—ক্যান্টনমেণ্টে যাইটেছে, হামার কর্ত্তব্য সেইখানে।

(প্রস্থান)

দ্বিতীয় দৃশ্য।

দিল্লীর রাজপ্রাসাদ।

বাহাদুর শাহ ও জোয়ানবক্ত

বাহাদুর। ধীরে—পুত্র—ধীরে!

জোয়ান। ধীরে? আমি আপনার এ দুর্ব্বলতা আর সহ্য ক'রতে পারি না পিতা! সারা হিন্দুস্থান আপনাকে বাদশাহ ব'লে কুর্ণিশ করতে ছুটে আসছে, আর আপনি অন্তঃপুরে লুকিয়ে ব'সে আর্ত্তনাদ করছেন—'ধীরে, পুত্র, ধীরে'? কি আশ্চর্য্য! আপনি না তৈমুরলঙ্গের বংশধর?

বাহাদুর। বৃদ্ধ, অথর্ব—তোমার মত উদ্যম ও সাহস আমার নেই, তা স্বীকার করছি।

জোয়ান। স্মরণ করুন মহান ঔরঙ্গজীব বাদশাহের কাহিনী। তিনি জীবনের শেষদিন পর্য্যন্ত অশ্ব-পৃষ্ঠে দাক্ষিণাত্যের প্রতি পর্বত, প্রতি অরণ্য মথিত

ক'রে বেড়িয়েছিলেন, তখন তাঁর বয়স নব্বই বৎসর!

বাহাদুর। স্বীকার করছি, আমি তাঁর পদধূলি গ্রহণেরও যোগ্য নই! দোষ আমারও আছে, আমার ভাগ্যেরও আছে! শৈশব থেকে অবহেলিত, অবমানিত, অবজ্ঞাত জীবন যাপন করেছি। কখনও মারাঠার কৃপার ভিখারী, কখনও ইংরাজের শক্তি-বেষ্টনীর আশ্রিত। চিরদিনই তুচ্ছ, নগণ্য, চিরদিনই কারও-না-কারও কৃপার ভিখারী। আজ অকস্মাৎ দিগ্বিজয়ী-বেশে অসিহস্তে সাম্রাজ্য প্রতিষ্ঠায় অগ্রসর হ'তে আমায় যদি তুমি পরাঙ্মুখ দেখ, তা'হলে তুমি আমায় দোষ দিতে পার না পুত্র! ভেঙ্গে গিয়েছে, আমার মেরুদণ্ড ভেঙ্গে গিয়েছে!

জোয়ান। তবে—সরে দাঁড়ান পিতা—ফকিরী নিয়ে মক্কায় চ'লে যান। আজ মুঘলের নেতৃত্বে তরুণ-যোদ্ধার আবির্ভাব প্রয়োজন, সে তরুণ-যোদ্ধা—আমি!

বাহাদুর। যারা মুঘল-সিংহাসনের স্মৃতির প্রতি আজিও শ্রদ্ধাবান্, তারাও সবাই তোমাকে নেতা ব'লে স্বীকার করবে না পুত্র! কারণ তোমার বৈমাত্রেয় ভাই মীর্জ্জা কোরাস এখনও জীবিত, সে বয়োজ্যেষ্ঠ, সুতরাং বাদশাহী সম্মান বলতে এখনও যা কিছু অবশিষ্ট আছে, তার উত্তরাধিকারী সে, তুমি নও!

ইংরাজ গবর্ণমেন্টও, আমার শত অনুরোধেও মীর্জ্জা কোরাসকে বাতিল ক'রে তোমায় আমার উত্তরাধিকারী ব'লে স্বীকার করতে রাজী হয় নি !

জোয়ান। সব ঐ ফিরিঙ্গী সয়তানদের সয়তানী ! বয়োজ্যেষ্ঠের অধিকার বয়ঃকনিষ্ঠের চাইতে বেশী, এ-কথা মুঘল-সিংহাসন সম্বন্ধে প্রযোজ্য নয় ! বাদশাহ শাহজাহান, বাদশাহ ঔরঙ্গজেব, এঁরা কেউই পিতার জ্যেষ্ঠপুত্র ছিলেন না, তাঁরা অস্ত্র-বলে শ্রেষ্ঠ ছিলেন, আমিও জগৎকে দেখাব, মীর্জ্জা কোরাস অপেক্ষা আমার তরবারি তীক্ষ্ণতর, আমিও ফিরিঙ্গী জাতিকে বোঝাব—তাদের অনুগ্রহ ছাড়াও সিংহাসনলাভের অন্য উপায় জোয়ানবক্তের আছে !

বাহাদুর। মায়ের অত্যধিক প্রশ্রয়ে তুমি আমায় কোনদিনই গ্রাহ্য কর না। যা তোমার অভিরুচি কর। কিন্তু আমায় গ্রাহ্য কর বা না কর, আমার উপদেশটা স্মরণ রাখলে তোমার উপকার হবে। সে উপদেশ এই—যে-বিদ্রোহী সিপাহীদের ভরসায় তুমি উত্তাল সমুদ্রে ঝাঁপ দিতে চাইছ, তারা ফুটো নৌকোর চাইতে বেশী নির্ভরযোগ্য নয়। তারা হয়ত তোমায় ডোবাবে !

জোয়ান। কেন একথা বলছেন, পিতা !

বাহাদুর। ওরা কেন বিদ্রোহী হয়েছে, তা ভাল ক'রে নিজেরাই জানে না! একটা হুজুক! ওরা কেউ তোমায় দিল্লীর বাদশাহ ব'লে কুর্ণিশ করবে, কেউ আবার নানাসাহেবকে পেশোয়া ব'লে অভিবাদন করতে বিঠুরে ছুটবে! পেশোয়া নামেরও মর্য্যাদা আছে। সমস্ত হিন্দু সিপাহী ঝুঁকবে পেশোয়ার পতাকানিম্নে সমবেত হবার জন্য।

জোয়ান। হয় যদি—হাঃ-হাঃ-হাঃ—হিন্দু ত ক্রীতদাসের জাত! সাতশো বছর মুসলমানের গোলামী ক'রে—

বাহাদুর। জোয়ানবক্ত! জোয়ানবক্ত! ভুলে যেও না সেদিনকার কথা—যেদিন রোহিলার অত্যাচারে তোমার পিতামহ এই প্রাসাদদুর্গে বন্দী, নির্য্যাতিত, অন্ধ হয়ে মারাঠার করুণার মুক্তি পেয়েছিলেন, মারাঠার অভয় আশ্রয়ে মাথা গুঁজে শেষ জীবনটা কোনক্রমে শান্তিতে কাটিয়ে দিতে সক্ষম হয়েছিলেন! তফাৎ ঐখানে। মুসলমানের সাতশো বছরের প্রভুত্ব হিন্দুকে রেখেছিল ক্রীতদাস ক'রে, কিন্তু হিন্দু তার অর্দ্ধ শতাব্দীর প্রভুত্ব প্রয়োগ করেছে—যেখানে সম্ভব, যতটুকু সম্ভব, পতিত নির্য্যাতিত মুসলমানকে আশ্রয় দিয়ে, আনুকূল্য দিয়ে, অভয় দিয়ে, আবার সোজা ক'রে দাঁড় করাতে! হিন্দুকে নিন্দা করায় আছে অকৃতজ্ঞতা, আর হিন্দুকে অবজ্ঞা করায় আছে আশঙ্কা।

জোয়ান। আপনি যে অন্তরে-অন্তরে হিন্দুকে এত ভক্তি করেন, তা' ত জানতাম না!

বাহাদুর। ভক্তি নয়, সত্যকে স্বীকার করি—এইমাত্র! আমি বলব—যদি সিপাহীদের এই উত্থানের নেতৃত্ব গ্রহণ ক'রে ইংরেজ-সরকারের রোষবহ্নির সম্মুখীন হ'তে হয়, তবে সর্বাগ্রে তোমার নানাসাহেবের সঙ্গে একটা বন্দোবস্ত করা প্রয়োজন!

জোয়ান। নানাসাহেব? তার সঙ্গে কি বন্দোবস্ত করব?

বাহাদুর। ইংরেজ সাধারণ শত্রু, তাকে ভারত থেকে নিষ্কাশিত করবার জন্য নানাসাহেব যাতে তোমার সঙ্গে সহ-যোগিতা করেন, সেই বন্দোবস্ত! নেতৃত্ব ভাগ হয়ে যাবেই, কিন্তু বিভক্ত দু'টো অংশ যদি একযোগে ইংরেজ তাড়াতে চেষ্টা করে, তবে সাফল্যের আশা হয়ত কিছু আছে। কিন্তু স্বতন্ত্রভাবে যদি নানা একদিক দিয়ে অগ্রসর হয়, তুমি অন্যদিক দিয়ে যাও, উভয়েরই পতন অনিবার্য্য!

জোয়ান। আমায় এখন বুঝি নানার কাছে দৌড়তে হবে—তার মেহেরবাণী খুঁজবার জন্য? চমৎকার!

বাহাদুর। তুমি যাবে কেন! দূত পাঠাও! আমাদের খাস মুন্সী মুকুন্দলাল বিচক্ষণ লোক, তাকে পাঠাও নানাসাহেবের কাছে! একটা সন্ধি কর, তাতে

উভয়ের মঙ্গল ! ইংরেজকে তাড়াতে যদি পার, ভারতবর্ষ বিরাট দেশ, ভাগাভাগি ক'রে নিলেও তোমাদের অন্নবস্ত্রের অভাব হবে না ! হাঃ হাঃ হাঃ…

(প্রস্থান)

জোয়ান। এ একটা জঘন্য পরামর্শ ! সমস্ত সিপাহী আমাদের কাছে ছুটে এসেছে, মুঘল সাম্রাজ্য পুনঃ প্রতিষ্ঠার প্রস্তাব নিয়ে, আমি এখন যেয়ে, কোথায় কে এক নানাসাহেব, তাকে খামোখা ডেকে সাম্রাজ্যের অর্দ্ধেক দিয়ে দেবার প্রস্তাব করি ! বাহবা আর কি !

(ডগলাসের প্রবেশ)

ডগ। শাহজাদা !

জোয়ান। কি খবর ডগলাস ?

ডগ। বাদশাহ নাহি আছে ? খবর খারাপ, শাহজাদা ! মীরাটে ভীষণ ব্যাপার ঘটিয়েছে ! মহা মিউটিনী হইয়েছে সেখানে !

জোয়ান। তা ত হবেই !

ডগ। মীরাটের সব সিপাহী দিল্লী চলিয়ে আসিয়েছে ! যমুনা পার হইটেছে উহারা।

জোয়ান। কমিশনার ফ্রেজার ত বীরপুরুষ, তাড়িয়ে দিতে পারবে না ওদের ?

ডগ। ফ্রেজার জরুর বীরপুরুষ ! লেকেন গোরা পল্টন

ত নেহি আছে! যো কুছ ফৌজ আছে সহবমে, সব সিপাহী! বিশোয়াস করিটে পাবা যাইবে না! উহাবা-বি বিদ্রোহ কবিটে পারে!

জোয়ান। করলেই বা! কালা সিপাহীর ভরসাতে কি তোমরা ভারত জয় করেছিলে? তুমি আছ, ফ্রেজার আছে, হাচিনসন আছে, জেনিং আছে, ক্লেমিং আছে, এই কয়জন বন্দুক নিয়ে দাঁড়ালে অবশ্যই লাখখানেক সিপাহীকে গো-বেড়েন ক'রে তাড়াতে পারবে।

ডগ। শাহাজাদা কি তামাসা কবিটেছেন?

জোয়ান। তামাসা কিসে? ভারতের দেশী লোকই-বা কত, আর তোমরাই-বা কত? অনুপাত কম দেখি! লাখে পাঁচজনও হবে না। সেই অনুপাত নিয়েই ত তোমরা এ-দেশ শাসন করেছ এতকাল! আজ ভয় পাচ্ছ কেন? আজ যদি তোমরা পাঁচ জন ইংরেজ-অফিসার এই এক লাখ বিদ্রোহী সিপাহীকে তাড়াতে পার, দিল্লী-দুর্গের ওপরকার ঐ ইউনিয়ন জ্যাককে, অমনি সগর্বে দুর্গচূড়ে উড্ডীন রাখতে পার, তবেই বুঝব, তবেই স্বীকার করব—হাঁ, এ দেশ শাসনের অধিকার তোমাদের আছে, এ দেশে যে একচ্ছত্র বিশাল মহাসাম্রাজ্য তোমরা গ'ড়ে

তুলেছ, তা' নিছক প্রতারণার ভিত্তির উপর] প্রতিষ্ঠিত নয়। ডগলাস! আজ ইংরাজের পরীক্ষা!

প্রস্থান)

ডগ। এই শাহাজাদা—এই শাহজাদা--

(ফ্রেজারের প্রবেশ)

ফ্রেজার। ডগলাস! ডগলাস!

ডগ। এই শাহাজাদা বিদ্রোহী, কমিশনার!

ফ্রেজার। সে ত জানা কথা! কিন্তু তার জন্য এখন চিন্তা করিও না! মীরাটের সমস্ত বিদ্রোহী নগরে প্রবেশ করিয়াছে এতক্ষণে বোধ হয় অস্ত্রাগার অবরুদ্ধ হইল। অস্ত্রাগার যদি রক্ষা না হয়, তবে দিল্লী ত যাইবেই, সমগ্র উত্তর-ভারত ইংরেজের করচ্যুত হইবে দেখিতে-দেখিতে! অত গোলাবারুদ, অত উন্নত শ্রেণীর মারাত্মক অস্ত্র, সব যদি বিদ্রোহীদের আয়ত্ত হয়—

(নেপথ্যে ভীষণ শব্দ)

উভয়ে। ওকি! ওকি! ওকি!

(জোযানবক্তের প্রবেশ)

জোয়ান। শুনেছ? শুনেছ ওই আওয়াজ? ও কিসের শব্দ? ডগলাস! দেখ, দেখ!

(জেনিংয়ের প্রবেশ)

জেনিং। আর দেখিতে হইবে না শাহজাদা! আমি টেলি-

স্কোপ লইয়া প্রাসাদচূড়ায় দাঁড়াইয়া ছিলাম, দেখিলাম—অস্ত্রাগার উড়িয়া গেল, ধোঁয়ায় আচ্ছন্ন হইয়া গিয়াছে দিল্লীর আকাশ।

জোয়ান। অস্ত্রাগার উড়ে গেল? সে কি? সর্বনাশ!

ফ্রেজার। সর্বনাশ নয়, সর্বরক্ষা! উইলোবী বীর! সে ইংরেজের ভবিষ্যৎ রক্ষা করিয়াছে, অস্ত্রাগার বারুদে উড়াইয়া দিয়া ভবিষ্যৎ রক্ষার উপায় করিয়াছে! বর্ত্তমানে যা হয় তা হউক! দিল্লীতে অঙ্গুলিমাত্রে গণনীয় যে কয়টী ইংরাজ আমরা আছি, তারা মরিতে প্রস্তুত! Hail Britannia! God save the king!

সকলে। God save the king!

(প্রস্থান)

তৃতীয় দৃশ্য

কানপুর—নানাসাহেবের গৃহ।

নানাসাহেব, আজিমউল্লা।

নানা সাহেব। দিল্লী যাব? কিসের জন্য?

আজীম। একটা কেন্দ্রস্থান ত থাকা চাই!

নানা। সে কেন্দ্র বিঠুরে, নানাসাহেবের গৃহে।

আজীম। কিন্তু মীরাটের বিদ্রোহী-সিপাহীরা দিল্লীতে এসে জুটেছে, বৃদ্ধ বাদশাহ বাহাদুর শাহকে দিল্লীর সম্রাট ও ভারতের অধীশ্বর ব'লে ঘোষণা করেছে। তারা কি বিঠুরকে কেন্দ্র ব'লে স্বীকার করতে চাইবে?

নানা। সম্ভবতঃ চাইবে না। কিন্তু আমরাই-বা দিল্লীর নামমাত্র-অবশেষ সম্রাটকে সত্যিকার সম্রাট ব'লে, বা, দিল্লীকে এই জাতীয়-অভ্যুত্থানের শক্তিকেন্দ্র ব'লে স্বীকার ক'রব কেন? সেখানে বাদশা থাকে যদি, বিঠুরে আছে পেশোয়া! পেশোয়ার নামের কি কোন মহিমা বা আকর্ষণ নেই?

আজীম। হিন্দুর কাছে অবশ্যই আছে, মুসলমানের পক্ষে কম!

নানা। তেমনি এ কথাও বলা যায়—বাদশাহের প্রতি রাজভক্তি মুসলমানের বেশী, হিন্দুর কম! আমি দিল্লী গিয়ে নিজের স্বাতন্ত্র্য বিসর্জ্জন দিতে রাজী

নই আজীমউল্লা! তুমি জান আমি উচ্চাভিলাষী। তোমার চেয়ে বেশী এ—কথা আর কেউ জানে না। তুমি ইউরোপ ঘুরে এসেছ আমার উচ্চাশার কাহিনী দেশবিদেশে জ্ঞাপন ক'রে। ইংলণ্ডের শাসকেরা আমার উচ্চাশার দাবী মেনে নিতে রাজী হয় নি, এবার অস্ত্রবলে তার চেয়েও বেশী দাবী মেনে নিতে তাদের বাধ্য ক'রব। তখন দাবী ছিল পেশোয়ার বৃত্তি, এখন দাবী ক'রব পেশোয়ার সিংহাসন। কে ওই বৈদেশিক ধূর্ত্ত ফিরিঙ্গীর দল, যে, তারা বাজীরাওয়ের বংশধরের রাজৈশ্বর্য্য, রাজগৌরব, রাজ-সিংহাসন সব ছলে ও কৌশলে করায়ত্ত ক'রে তাকে উত্তর-ভারতের এক অজ্ঞাত গ্রামে বন্দী ক'রে রাখবার স্পর্দ্ধা রাখে?

আজীম। ইংরাজের স্বপক্ষে কিছু ত আমি ব'লতে চাইনি—আমি ব'লছিলাম—

নানা। দিল্লীর বৃদ্ধ বাদশার স্বপক্ষেও কিছু তোমার ব'লবার থাকতে পারে না আজীমউল্লা! আজ বাদশাহ ও পেশোয়া দুই-ই অতীত-গৌরবের কঙ্কালমাত্রে পরিণত। সেই কঙ্কালের গায়ে নবজীবনের শক্তি, নবযৌবনের সৌন্দর্য্য ফুটিয়ে তুলবার সাধনায়,

তারাও ব্রতী, আমিও ব্রতী। দেখি, সিদ্ধিলাভ কার ভাগ্যে ঘটে।

আজীম। ঐক্যবদ্ধ প্রয়াসে হয়ত উভয়েরই কিছু—কিছু সিদ্ধিলাভ ঘ'টতে পারত, বিভক্ত উদ্যম হয়ত ইংরেজের রোষাগ্নিতে কুঁকড়ে ঝ'লসে অঙ্কুরেই বিনাশ-প্রাপ্ত হবে। আপনি অনুমতি করুন—আপনি নিজে যদি না যেতে চান, অন্ততঃ আমায় অনুমতি করুন—আমি আপনার প্রতিনিধিরূপে দিল্লীশ্বরের সঙ্গে সাক্ষাৎ করি।

(তান্তিয়া তোপীর প্রবেশ)

তান্তিয়া। দিল্লীশ্বরের সঙ্গে সাক্ষাৎ? তুমি ত তা ব'লবেই আজীমউল্লা! কারণ তুমি মুসলমান! তুমি দেখতে চাও, ইংরেজের কবরের মাটিতে মুঘলশক্তির শতদল-বিকাশ! বলি, আমাদের তাতে স্বার্থ কি? মুসলমানের পুনঃ-প্রতিষ্ঠার জন্য হিন্দু—সিপাহী রক্ত দেবে কেন?

আজীম। আমি ব'লছি—ভারত থেকে ইংরেজ বিতাড়িত হ'ক আগে, তারপর হিন্দু মুসলমানের বিবাদ ধীরে—সুস্থে মীমাংসা করা যাবে। তখন আলোচনাতেই হ'ক বা সংঘর্ষেই হ'ক, সন্ধির পথেই হ'ক বা বিগ্রহের পথেই হ'ক—হিন্দু জিতলেও ভারত স্বাধীন হবে,

মুসলমান জিতলেও ব'লতে পা'রব দেশটা ফিরিঙ্গীর অধীন নয়!

তান্তিয়া। ফিরিঙ্গীর অধীনতা থেকে মুক্তি পেয়ে যদি আবার মুসলমানের অধীনতা বরণ ক'রতে হয়, তবে হিন্দুর এমন কিছু লাভ ঘ'টবে না, যার দরুণ সে এখন ইংরেজের বেয়নেট বুক পেতে নেবে! নানা ভাই! আমি স্পষ্টভাষী লোক। আমি বলি—আজীমউল্লার দিল্লী গিয়ে বাদশাহকে পরামর্শ দেওয়াই ভাল! মুসলমান মন্ত্রণাদাতার পরামর্শ নিয়ে কাজ ক'রলে তুমি পেশোয়ার সিংহাসন পুনরুদ্ধার ক'রতে পা'রবে—এ দুরাশা আমি ত করি না বন্ধু!

আজীম। আমায় এই কথা নানা সাহেব? আমি কি তোমার চিরজীবনের বিশ্বস্ত বন্ধু নই?

নানা। সে বিষয়ে সন্দেহ কি? কিন্তু—তবু এটা অস্বীকার করা যায় না আজীমউল্লা!—তোমার আন্তরিক সহানুভূতি নিশ্চয়ই মুসলমানের দিকে যখন—

আজীম। উত্তম! আমি আর তোমায় পরামর্শ দেবার স্পর্দ্ধা প্রকাশ ক'রব না নানা! অবশ্য, দিল্লী যাই কি মক্কা যাই, চুলোয় যাই কি জাহান্নামে যাই, সে আমার অভিরুচি মতই আমি কাজ ক'রব। বিদায় নিচ্ছি তোমাদের কাছে। কর্ম্ম-

জীবন একসাথে সুরু ক'রেছিলাম আমরা তিনটিতে, তুমি ধুন্ধুপন্থ নানা সাহেব, আর তুমি তান্তিয়া তোপী, আর আমি মুসলমান আজীমউল্লা! আফশোষ এই যে জীবন যখন সত্যিকার কর্ম্ম-জগতের সিংহদ্বারে এসে পৌঁছুল, তখনই হ'ল আমাদের ছাড়াছাড়ি! খোদার মরজি—

(প্রস্থান)

নানা। আজীম—

তান্তিয়া। খবর্দ্দার, ডেকোনা! গেল, ভালই হ'ল!

নানা। হয় ত হ'ল! কিন্তু সারাজীবনের বন্ধু—

তান্তিয়া। জীবনের শত্রু হবার আগেই যে সে দূরে স'রে গেল—এ কি একটা সান্ত্বনা নয়?

নানা। যেতে দাও। এখন খবর কি বল?

তান্তিয়া। খবর—বিদ্রোহী সিপাহীরা সবাই তোমাকে পেশোয়ার সিংহাসনে অভিষিক্ত ক'রতে প্রস্তুত।

নানা। সে ত শুধু কানপুরের সিপাহীরা। কিন্তু লক্ষ্ণৌ, এলাহাবাদ—

তান্তিয়া। লক্ষ্ণৌ, এলাহাবাদের কথা পরে ভাবব নানা। কানপুরই ত আমাদের সম্পূর্ণ আয়ত্ত হয় নি এখনো! এখানে ইংরেজ অফিসারেরা এখনও সবাই জীবিত, মৃন্ময়—প্রাচীরে বেষ্টন ক'রে যে হাসপাতাল গৃহগুলি জেনারেল হুইলার নিজেদের

আশ্রয় শিবিরে পরিণত ক'রেছিল, সেখানে এখনও কয়েকশত স্ত্রী পুরুষ নিরাপদে অবস্থান ক'রছে। তাদের দূরীভূত না ক'রলে আমাদের শান্তি নেই।

নানা। দূরীভূত করা শক্ত কি?

তান্তিয়া। সময় সাপেক্ষ। কারণ, ওদের গোলা বারুদ আছে, রসদও আছে। দু'মাস এখনো ওরা হয়ত ঐ কেল্লা রক্ষা ক'রতে সক্ষম হবে। কিন্তু তার মধ্যে অন্য স্থান থেকে গোরা—সৈন্য এসে পড়া অসম্ভব নয়। আর তা যদি না-ও আসে, তা হ'লেও ওদের ঘিরে ব'সে থেকে দু'মাস সময় আমরা কানপুরে অপব্যয় ক'রতে পারি নে। কারণ আমাদের কানপুর নিষ্কণ্টক ক'রে লক্ষ্ণৌ এলাহাবাদ অধিকার ক'রতে হবে, ক'রে যত শীঘ্র সম্ভব নাগপুরের ভিতর দিয়ে মারাঠা দেশের সঙ্গে যোগাযোগ স্থাপন ক'রতে হবে।

নানা। নিশ্চয়ই! কারণ, পেশোয়ার নামের মহিমাকে যদি ষোল-আনা কাজে লাগা'তে হয়, তবে মারাঠা দেশের, মারাঠা জাতির, মারাঠা সৈন্যমণ্ডলীর সহানুভূতি, সহকারিতা ও সহযোগ একান্ত আবশ্যক। অচিরেই সিংহাসনচ্যুত ভোঁসলে রাজার কাছে একজন দূত পাঠাবার ব্যবস্থা ক'রছি।

তান্তিয়া। কর! অজীমউল্লা চেয়েছিল তোমায় দিল্লীর তাঁবেদারে পরিণত ক'রতে! আমি চাই সমগ্র মারাঠা সামন্ত চক্রের নেতৃত্বে তোমায় পুনঃ প্রতিষ্ঠিত ক'রতে!

নানা। পারবে?

তান্তিয়া। নাম আমার তান্তিয়া! পরিচয় আমার তোপী! জানার মধ্যে একটি কাজই আমি জানি—তা হ'ল, তোপ দাগা! তোপের মুখে সমস্ত বাধা চূর্ণ ক'রব! দিব্যদৃষ্টি মেলে ঐ দেখ—পুণার রাজ-প্রাসাদ পর্য্যন্ত সুদীর্ঘ, সোজা রাজপথ মুক্ত তোমার সম্মুখে! পর্ব্বত চূর্ণ, নদী ভরাট হ'য়ে গেছে তান্তিয়ার তোপের আঘাতে, নগর সমভূমি, জনপদ নিশ্চিহ্ন হ'য়ে পথ ক'রে দিয়েছে নব পেশোয়ার বিজয়যাত্রার!

নানা। তান্তিয়া! তান্তিয়া! তোমার কথা শুনে রক্তে আগুন লাগে!—তোমায় আমি ভারতের মুক্তি-সেনার সর্ব্বাধিনায়ক পদে নিয়োগ ক'রছি—যে ভাবে পার, তুমি পেশোয়ার হৃত মর্য্যাদা ফিরিয়ে আন বন্ধু!

(টড্ সাহেবের প্রবেশ)

টড! মর্ণিং পেশোয়া!

নানা। মাষ্টার সাহেব! আসুন! এখন আর ইংরেজী শিখবার সময় নেই আমার, জানেন ত মাষ্টার সাহেব? হাঃ হাঃ হাঃ—

টড। ইংরেজী আর আপনার শিখিবার দরকারও হইবে না বোধ হয়! বরং আমাদেরই—যে সব ইংরেজের ভারতে থাকিতে হইবে, তাদেরই হয়ত শিখিতে হইবে মারাঠী ভাষা! হাঃ হাঃ হাঃ!

নানা। তারপর--কি মনে ক'রে মাষ্টার সাহেব? আপনার কোন অসুবিধা বা আশঙ্কা কিছু ঘটেনি ত? আপনি যাতে সপরিবারে সম্পূর্ণ নিরাপদ থা'কতে পারেন—তার জন্য ত আদেশ দিয়েছি আমি।

টড। বহুত Thanks! আপনার দয়ার জন্য আমি কৃতজ্ঞ থাকিবু! আমি বলিতেছি—বারিকে জেনারেল হুইলারের সহিত যেসব ইংরেজ লোক রহিয়াছেন—

নানা। বলুন—

টড। তাহারা যদি কানপুর ছাড়িয়া যাইতে চাহে, আপনি কি তাহাদিগকে ছাড়িয়া দিতে পারেন না?

(নানা ও তান্তিয়ার পরস্পর দৃষ্টি বিনিময়)

নানা। কি বল তান্তিয়া?

তান্তিয়া। সক্ষম সৈনিকদের আমি ছেড়ে দিতে পারি না, নানা! অন্য সবাই—

নানা। ঠিক, ঠিক! দেখুন মাষ্টার সাহেব—সক্ষম সৈনিক-

দের আমি বন্দী ক'রব, তারা কারাগারে থাক!—
কিন্তু—স্ত্রী, শিশু, বৃদ্ধ বা আহত বা রুগ্ন—এরা
যদি কানপুর ত্যাগ ক'রতে চায়—আমি নৌকা
দিয়ে তাদের কাশী পৌঁছে দিতে রাজী আছি।

টড। সৈনিকদিগকে ছাড়িবেন না?

তান্তিয়া। কি ক'রে ছাড়ব? তারা ত কানপুর থেকে
বেরিয়েই আবার বেয়নেট উঁচিয়ে ছুটে আসবে
কানপুর কেড়ে নেবার জন্য?

টড। তারা কারাগারে থাকিবে?

তান্তিয়া। নিরাপদই থা'কবে! আমাদের প্রতি বিশ্বাসঘাতকতা
না ক'রলে—তাদের জীবনের কোন ভয় নেই—
সাহেব!

টড। তা হ'লে আপনার সেই আদেশই আমি বারিকের
ইংরাজদিগকে জানাই?

নানা। হাঁ—জানান! স্ত্রীলোক, শিশু, বৃদ্ধ, রুগ্ন ও
আহতেরা ইচ্ছা ক'রলে এই মুহূর্ত্তে রওনা হ'তে
পারে—নৌকা সব গঙ্গার ঘাটেই প্রস্তুত আছে।
যে সৈনিকদের আমি ছাড়তে পারব না মিষ্টার
টড, তাঁদেরও আপনি বুঝিয়ে ব'লবেন—তাঁদের
শঙ্কিত হ'বার কিছু নেই। তাঁদের বন্দী হ'য়ে
থাকতে হবে শুধু। বন্দী দশায় এমন কিছু কষ্ট
তাঁরা পাবেন না—যা বারিকের বর্ত্তমান কষ্টের

চাইতে বেশী অসহ্য হবে। আর, প্রথম সুযোগেই ইংরেজ—সরকারের সঙ্গে হয়ত আমার বন্দী বিনিময়ের ব্যবস্থা ক'রতে পারব। বুঝেছেন ত—ইংরেজের হাতে মীরাট, কাশী, এসব জায়গায় বহু দেশীয় কর্ম্মচারী বন্দী হ'য়ে আছে, তাদের আমি শুনেছি—আসন্ন জীবনসংশয়! এখন তাদের মুক্তির ব্যবস্থা না হ'লে আমার বন্দীদের আমি ছেড়ে দেব—এটা প্রত্যাশা ক'রতে পারেন না, মাষ্টার সাহেব!

টড। এ ত অতি সঙ্গত কথা আছে। আমি যাইতেছে।

(প্রস্থান)

তাস্তিয়া। কর্ণেল নীল একটা দুর্ব্বৃত্ত নানা—সে এসে পড়াতে এলাহাবাদের অভ্যুত্থান সাফল্যমণ্ডিত হওয়ার আশা সুদূরপরাহত হ'য়ে প'ড়্‌লো!

নানা। তারপর—ধর হ্যাবলকের কথা! এ—জান ত তাস্তিয়া—খুব বাহাদুর সেনাপতি! ব্রহ্মযুদ্ধে, শিখযুদ্ধে এর বিক্রমের প্রত্যক্ষ পরিচয় ভারতবাসী পেয়েছে! মারাঠা যুদ্ধেও ইংরেজ পক্ষে এ লড়েছিল শুনেছি—তারপর পারস্য যুদ্ধে ক'রেছে অশেষ কীর্ত্তিলাভ! হ্যাবলককে কানপুর পর্য্যন্ত আসতে দিতে চাই না—তাস্তিয়া! কাশীর সিংহদ্বারেই তার গতিরোধ ক'রব।

তান্তিয়া। তা হ'লে কাশীতে আবার উত্তেজনা জাগিয়ে তুলতে হবে! কর্ণেল নীল সেখানকার প্রথম অভ্যুত্থান দমন করেছে। কিন্তু নীল চলে এসেছে এলাহাবাদে, কাশী আবার সেই অকর্ম্মণ্য টকার আব গিবনের হাতে প'ড়ে আছে! সিপাহী আর নেই কাশীতে, কিন্তু গোরাও নেই! দেশবাসী যদি একটুখানি জাগে—

নানা। তা ত জাগছে না তান্তিয়া! তাদের চোখের সামনে প্রতি সহরে সিপাহীদেব রক্তের স্রোত ব'য়ে যাচ্ছে—কিন্তু কই—দেশেব লোক ভ্রূক্ষেপও করে না! এ যেন নিতান্ত একটা সামরিক ব্যাপার, সৈন্যদের নিজস্ব ঘরোয়া কাণ্ড।

তান্তিয়া। তার কারণ—নেতার অভাব! দেশের লোক কার জন্য ল'ড়বে, শুনি? হাঁ—পেশোয়ার নামে তাদের আহ্বান করি আগে, তখন হিন্দু জনগণ সাড়া দেয় কিনা, বুঝব—

(টড সাহেবের পুনঃ প্রবেশ)

টড। উহারা রাজী—পেশোয়া! আপনি নৌকার হুকুম করিয়া দিন—

তান্তিয়া। চলুন সাহেব—আমি নৌকার বন্দোবস্ত ক'রে দিই! নানা! জোয়ালাপ্রসাদকে পাঠিয়ে বারিক

থেকে সমস্ত ইংরেজ সৈন্যদের কারাগারে উপস্থিত করবার ব্যবস্থা—

নানা। আমি জোয়ালাকে ডেকে ব'লে দিচ্ছি—তুমি যাও মাষ্টার সাহেবের সঙ্গে। প্রতি নৌকায় খাদ্য দিও—কাশী পর্য্যন্ত যাতে চলে—

তান্তিয়া। অবশ্য—অবশ্য—

(টড সহ প্রস্থান)

নানা। কোই হ্যায়?

(প্রতিহারীব প্রবেশ)

জোয়ালাপ্রসাদ!

(প্রতিহারীর প্রস্থান)

নানা। আজীমউল্লা চ'লে গেল—একটা অপ্রত্যাশিত বিচ্ছেদ। যদি পেশোয়ার মসনদ উদ্ধার ক'রতে পারি, তখন আবার ডাকব ওকে, বলব—"ভাই আজীম! আমি ভুলি নি তোমার বান্ধবতার কথা! এস, আমার সমৃদ্ধি ও সৌভাগ্যের অংশ গ্রহণ কর!" কিন্তু এখন—না—তান্তিয়ার পরামর্শই ঠিক। আজীমউল্লাকে আমি বিশ্বাস ক'রতেও পারি, অপরে ক'রবে কেন? আর হিন্দু রাজ-শক্তির পুনরভ্যুদয়ে আজীমউল্লা সাহায্য ক'রবে—একথা যদি অপরে বিশ্বাস না করে, তবে তাদের

দোষ দিতেই—বা পারি কেমন ক'রে? ওকি?

(নেপথ্যে বন্দুকের শব্দ)

ওকি? ওকি? প্রতিহারী!

(প্রতিহারীর প্রবেশ)

প্রতিহারী। গঙ্গার ঘাটে বন্দুকের শব্দ!

নানা। গঙ্গার ঘাটে? যেখানে ইংরেজ নারীরা নৌকা চ'ড়ছে?

(বেগে তান্তিয়ার প্রবেশ)

তান্তিয়া। শুধু নারী হ'লে বন্দুকের আওয়াজ হ'ত না নানা! বেইমান ইংরেজ আমাদের প্রতারণা ক'রেছে! ডুলীতে—ডুলীতে ইংরেজ যোদ্ধা স্ত্রী-বেশ প'রে ব'সে আছে! যারা আহত হয় নি, তারা গরু-ছাগলের রক্ত গায়ে মেখে হাতে পায়ে মিছেমিছি পট্টি বেঁধে আহত সেজে নৌকায় চ'ড়ে ব'সে আছে। আমরা কোন সন্দেহ ক'রবার পূর্ব্বেই একখানা নৌকা আগেভাগে ছেড়ে চ'লে গেল—তাতে নাকি কাপ্তেন মূর রয়েছে, মেজর ভাইবার্ট রয়েছে—লুইটীং, অ্যাস, ডেলাফসী, বোল্টন সবাই আছে সেই নৌকায়!

নানা। চরম বিশ্বাসঘাতকতা! ওই টড! ওই মাষ্টার সব জেনে—শুনে আমার সঙ্গে চালাকী ক'রেছে!

তাস্তিয়া। হুইলার আর ইউয়ার্ট নৌকায় উঠবার আগেই ধরা পড়ে। সিপাহীরা তাদের তৎক্ষণাৎ কেটে ফেলে!

নানা। উচিত ক'রেছে। ও বন্দুকের আওয়াজ—

তাস্তিয়া। মূর ভাইবার্ট কোম্পানীর বোট লক্ষ্য ক'রে টীকাসিং গুলি ছুঁড়ছে। ওদের ত ধরাই চাই।

নানা। অবশ্য! কিন্তু লক্ষ্য রেখো তাস্তিয়া—সত্যকার স্ত্রীলোকে ও শিশুতে বোঝাই যেসব নৌকা, তাদের উপর যেন গুলীবৃষ্টি না হয়—সাবধান! সাবধান! আমরা যোদ্ধা! নারী বা শিশুর রক্তে চংণ রঞ্জিত ক'বে আমরা ক্ষমতার সৌধশিখরে উঠব না! তুমি যাও—তুমি যাও—টীকাসিংহের উপর নির্ভর ক'রে তুমি ব'সে থেকো না তাস্তিয়া! ইংরেজ স্ত্রী ও শিশুদের জীবন রক্ষার ভার তোমার উপর!

(তাস্তিযার প্রস্থান ও আজীমউল্লার প্রবেশ)

আজীম। বড় বিলম্বে তাস্তিয়াকে এ কার্য্যভার দিয়ে পাঠালে নানা! আমি নিজ গৃহের গবাক্ষ হ'তে স্বচক্ষে দেখেছি—সতীচৌর ঘাটে গঙ্গার জল নারী ও শিশুর রক্তে লালে লাল হ'য়ে গিয়েছে। নৌকা সব গুলির আঘাতে বিদীর্ণ হয়ে জীবন্ত শ্বেতাঙ্গিনীদের নিয়ে ডুবে গেছে গঙ্গার অতলে, অগণিত শবদেহ

আছাড়ি পিছাড়ি খেতে—খেতে গঙ্গাস্রোতে ভেসে চ'লে গেছে—ক'লকেতায় ক্যানিং সাহেবের দরবারে জানাতে কানপুরের হত্যাকাণ্ডের কথা। নানা! ক'রলে কি?

নানা। ভগবান জানেন—আমি কিছু করি নি! এ একটা ভুল—ইংরেজের বেইমানীতে এর সূত্রপাত! কিন্তু—ভগবান আমায় রক্ষা করুন। নারী ও শিশু হত্যার পাপের আগুনে যেন মারাঠা সাম্রাজ্য পুনঃ প্রতিষ্ঠার আশা আমার নিঃশেষে দগ্ধ হ'য়ে না যায়। ভগবান রক্ষা কর!

চতুর্থ দৃশ্য।

দিল্লী—বাহাদুরশাহ, আজীমউল্লা।

আজীম। ও হবার নয়—জাঁহাপনা।

বাহাদুর। আমিও তাই আশঙ্কা করেছিলাম! মুন্সী মুকুন্দলালকে আমি পাঠিয়েছি অবশ্য নানা সাহেবের কাছে, কিন্তু আমার প্রস্তাব পেশোয়ার মুখরোচক হবে, এমন আশা খুব বেশী ক'রতে পারি নি! ভবিতব্য! ভারতের প্রতি খোদা বিরূপ! হিন্দু মুসলমানে মিলবে না! দারুণ অবিশ্বাস! আর সে অবিশ্বাসের হেতু আছে—প্রবল হেতু!

আজীম। কী হেতু—জাঁহাপনা?

বাহাদুর। হেতু?—হেতু ঔরংজীব বাদশা! তিনি মারাঠার রাজাকে নৃশংসভাবে হত্যা ক'রেছিলেন, তিনি শিখ ধর্ম্মগুরুর চর্ম্ম উত্তোলন ক'রে নিয়েছিলেন, তিনি বিশ্বস্ত সেনাপতি যশোবন্ত সিংহকে বিষ-প্রয়োগ ক'রেছিলেন, সর্ব্বোপরি হিন্দুস্থানে ব'সে সমগ্র হিন্দুর মাথায় তিনি চাপিয়েছিলেন জিজিয়া! আজ যদি হিন্দু দিল্লীর বাদশাহকে বিশ্বাস না করে, তার হাতে হাত মেলাতে না চায়, তবে তার তুমি দোষ দিতে পার না আজীমউল্লা!

আজীম। তবে? হিন্দু মুসলমানের এই পরস্পর অবিশ্বাসের

সুযোগ নিয়ে ইংরেজ চিরদিনই এদেশ শাসন ও শোষণ ক'রতে থাকবে?

বাহাদুর। এ সিপাহী বিদ্রোহটা ব্যর্থই হবে—তুমি ধ'রে নিয়েছ—কেমন আজীমউল্লা? হাঃ হাঃ হাঃ—

আজীম। অন্যরূপ আশা কববার আর উপায় রইল কি?

বাহাদুর। আমি জানি না—নানা সাহেবের সৈন্যবল কত, এবং তার চেয়েও বড় কথা, নানা সাহেবের সামবিক প্রতিভা কতখানি! তিনি যদি অন্ততঃ পঞ্চাশ হাজার সুসংযত সৈন্য নিয়ে ঝটিকার বেগে সারা ভারত চ'ষে বেড়াতে পাবেন, এবং তাঁর পূর্ব্ব পুরুষ বাজীবাওয়ের মত অদম্য কর্ম্মশক্তি, অতুলনীয় সৈনাপত্য গুণের পরিচয় দিতে পারেন, তবে হয় ত তিনি পরিণামে বিজয়ী হ'তে পারবেন। দিল্লীর কোন আশা নেই! সৈন্য এখানে আছে বটে, কিন্তু তাদের চালিয়ে নেবার সেনাপতি নেই! এ একটা ভেড়ার পালের লড়াই হচ্ছে যেন! কেউ কারও কথা শোনে না, কেউ কারও কাছে মাথা নোয়ায় না। দিল্লীতে ব'সে বিশ পঁচিশ হাজার সিপাহী শুধু খাচ্ছে আর ঝগড়া ক'রছে! এদের কাছে কিছু নেই প্রত্যাশা ক'রবার

আজীম। আপনি নিজে কেন—

বাহাদুর। আমি? আমি কোনদিন যুদ্ধ করি নি, তার উপর আমি অতি বৃদ্ধ—দেখতেই পা'চ্ছ। আমার পুত্রেরা আছে, কিন্তু তারা সবাই অপদার্থ! তারা জানে—বিলাস, আর পূর্ব্ব-গরিমার রোমন্থন ক'রে হাস্যকর আস্ফালন! না, দিল্লীর কোন আশা নেই! ইংরেজ-সৈন্য আসবার যা দেরী! এলেই আমাদের লীলা-খেলা শেষ হবে!

আজীম আপনি নিজের পুত্রদের সম্বন্ধে যে কথা ব'ললেন, আমিও নানাসাহেব সম্বন্ধে প্রায় সেই কথাই ব'লতে পারি! সামরিক শিক্ষা তারও কিছু নেই! কিন্তু সে বিলাসী নয়, এবং তার সৌভাগ্য-বশতঃ অদম্য কর্ম্মশক্তি নিয়ে একটা লোক দাঁড়িয়ে আছে তার পাশে—সে নিজেই একটা মূর্ত্তিমান বিদ্রোহ!

বাহাদুর কে সে? কে সে?—ভাগ্যবান নানা!

আজীম তান্তিয়া তোপী! সারা ভারতে বিভিন্ন কেন্দ্রে যুগপৎ বিদ্রোহের আগুন জ্বলে উঠেছে—দেখতেই পাচ্ছেন সম্রাট! এর ভেতর একমাত্র কানপুরেই দেখেছি একটা সঙ্ঘবদ্ধ আয়োজন, একটা ব্যাপক পরিকল্পনা, বিভিন্ন মাল-মশলা মিশিয়ে একটা ইমারৎ গ'ড়ে তোলবার বিপুল প্রয়াস! সে-সবের প্রাণ হ'ল ঐ তান্তিয়া তোপী!

বাহাদুর। আমরা কিন্তু দূর হ'তে শুনতাম, তুমিই নানা-সাহেবের দক্ষিণ হস্ত, তার চেয়েও বেশী—তুমিই নানাসাহেবের মস্তিষ্ক!

আজিম। সে, আবেদন-নিবেদনের বেলায়! বিলেত গিয়ে নানাসাহেবের ভাতা বাড়িয়ে আনবার চেষ্টা তান্তিয়া তোপীর দ্বারায় সম্ভব হ'ত না—এ-কথা স্বীকার্য্য। কিন্তু রণক্ষেত্রে আজীমউল্লা ব্যর্থ! তরোয়াল ধ'রতে জানি না—তা নয়! কিন্তু সৈন্য চালনা করবার ঈশ্বরদত্ত ক্ষমতা—ও আমার নেই জাঁহাপনা!

বাহাদুর। তান্তিয়ার আছে?

আজীম। আছে! দুর্ভাগ্য—সে ঘোর মুসলমান-বিদ্বেষী! নানাকে আমি দিল্লীর দিকে টেনে আনতে পারতাম হয়ত, যদি-না ঐ তান্তিয়া বাধা দিত!

বাহাদুর। সে কি ব'ললে? তার যুক্তি কি?

আজীম। পশ্চিম পানে তার দৃষ্টি নয়! সে কানপুর, লক্ষ্ণৌ এলাহাবাদ করায়ত্ত ক'রে সোজা নেমে যেতে চায়, দক্ষিণে—নাগপুর হ'য়ে মারাঠার দেশে, যেখানে পেশোয়ার নাম এখনও দেবতার নামের মত মারাঠী মাত্রেরই জপমালা হ'য়ে আছে।

বাহাদুর। এ যুক্তিও ভালো, নানার পক্ষ থেকে। কিন্তু—কিন্তু—

আজীম। কী বলছেন, সম্রাট ?

বাহাদুর। তুমি কি এ-কথা তান্তিয়াকে ব'লেছিলে যে, তার চেষ্টার সাফল্য নির্ভর করে, পাশার একটি চালের উপর ? অর্থাৎ, কানপুর যদি সে ইংরেজের পুনরাক্রমণের বিরুদ্ধে স্থায়ীভাবে দখলে রাখতে পারে—তবেই সে পারবে লক্ষ্ণৌ এলাহাবাদ দখলে আনতে, তবেই সে পারবে নাগপুর হ'য়ে দক্ষিণ-দেশে তার জয়যাত্রার পথ মুক্ত ক'রতে ?

আজীম। না—এসব আমি বলিনি ! আমার মাথায় এ-সব আসেনি ! ব'লেছি ত, সম্রাট, আমি যুদ্ধ-ব্যবসায়ী নই !

বাহাদুর। তুমি আবার যাও আজীমউল্লা কানপুরে ! গিয়ে এইসব তাদের বলো ! আরও বলো—যে-বিস্তীর্ণ ভূখণ্ড ব্যেপে সত্যিকার বিদ্রোহ ঘ'টেছে—কানপুর তার একটা সীমান্ত ব'ললেই চলে। কানপুরের পূবে আর উল্লেখযোগ্য উপদ্রুত অঞ্চল নেই ! ওর পূবেই ধরো প্রধান সহর কাশী, সেখানে ইংরেজ-শক্তি সুপ্রতিষ্ঠিত ! ইংরেজের প্রথম উদ্যম এসে হানা দেবে, কানপুরেরই বুকে ! নানাসাহেব কানপুরে শক্তিকেন্দ্র প্রতিষ্ঠা ক'রলে—প্রতিপদেই তাকে ইংরেজ-আক্রমণের সম্মুখীন হবার জন্য

তৈরী থাকতে হবে! তা যদি হয়, তবে দক্ষিণে অগ্রসর হবার অবসরই সে পাবে না!

আজীম। খুবই ঠিক! যে মুহূর্ত্তে সে কানপুর ছাড়বে, সেই মুহূর্ত্তেই কানপুর হস্তচ্যুত হবে!

বাহাদুর। কিন্তু সে যদি দিল্লীতে আসে—ভেবে দেখ—দিল্লী এই বিদ্রোহী-ভূখণ্ডের কেন্দ্রস্থলে অবস্থিত! পশ্চিমে পেশোয়ার, পূবে কানপুর—এতদূর পর্য্যন্ত শত শত সেনানিবাসে বিদ্রোহী সিপাহীরা দিল্লীর পার্শ্ব রক্ষা ক'রছে!

আজীম। এ-কথা খুবই ঠিক! এখানে এলে, ঠাণ্ডা মাথায় ভেবে কাজ করা সম্ভব হবে। দুঃখের বিষয়, এভাবে ঠিক গুছিয়ে আমি কোন কথা নানা বা তান্তিয়াকে বলি নি!

বাহাদুর। তাই ব'লছি, তুমি যাও! তান্তিয়ার কথা তুমি যা বললে—তাতে তাকেই আমাদের প্রয়োজন। সে এখানে আসুক, আমি তাকে দিল্লীর সমস্ত বাহিনীর সর্ব্বাধিনায়ক ক'রব! যেভাবে পারি—জোয়ানবক্তকে রাজী ক'রে আমি তা ক'রবই! দিল্লীতে কোন-কিছুরই অভাব নেই আজীমউল্লা! প্রচুর অর্থ আছে, সুরক্ষিত দুর্গ আছে, অগণিত সিপাহী আছে, নেই কেবল সেনাপতি! তেমনি সেনাপতি একটা এনে দাও তুমি—যে এইসব

উপকরণ সাজিয়ে মিশিয়ে শৃঙ্খলার আগুনজ্বালে চড়িয়ে একটা দুর্জ্জয় সৈন্যবাহিনী গ'ড়তে পা'রবে!

আজীম। কিন্তু সে যদি জিজ্ঞাসা করে—'যে-সৈন্যবাহিনী গ'ড়ব—সে কার হবে?'

বাহাদুর। কার হ'লে সে খুসী হবে? নানাসাহেবের? তার নিজের? আজীমউল্লা! কোরাণ স্পর্শ ক'রে আমি বলছি সে ভারতকে স্বাধীন করুক! আর আমি কিছু চাই না তার কাছে। স্বাধীন ভারতে নানাসাহেব সম্রাট হ'ক, কি সে নিজে সম্রাট হ'ক আমার তাতে ক্ষতি কিছু নেই। আমার আজও যে লক্ষ মুদ্রা ভাতা, কালও তাই! ক্ষতি নেই, লাভ আছে। এই লাভ যে স্বাধীন ভারতে আমি হবো স্বাধীন নাগরিক, এখনকার মত ইংরেজের পাদুকালেহী, পদাহত, পদানীমাত্র সার অতীত-গৌরবের কঙ্কালমাত্র নয়।

পঞ্চম দৃশ্য

কানপুর—নানাসাহেব, তান্তিয়া তোপী।

নানা। বৃদ্ধ বাদশাহের মনে এতখানি উদারতা আছে, এ-কথা কে ভেবেছিল?

তান্তিয়া। জানি না উদারতা কি না! হয়ত এ একটা কার্য্যোদ্ধারের ফন্দী মাত্র! আজীমউল্লা নিজে এলে সঠিক বোঝা যেতো। দূতের মুখ থেকে শুধু বোঝা গেল—বাদশাহ দিল্লীতে আমাদের উপস্থিতি প্রয়োজন মনে করেন। কেন প্রয়োজন, সেটা দুর্বোধ্য র'য়ে গেল!

নানা। যাওয়াই উচিত—কি বলো?

তান্তিয়া। যাওয়া উচিত হবে—যদি নাকি বাদশাহ রীতিমত এবং পূরাদস্তুর সন্ধিপত্রে স্বাক্ষর করেন আমাদের সঙ্গে! খাটিয়ে নিয়ে, তারপর জোয়ানবক্তকে লেলিয়ে দেবেন আমাদের কুকুরতাড়া ক'রে দিল্লী থেকে বা'র ক'রবার জন্য, এতে আমরা রাজী নই।

নানা। তুমি দেখছি, কিছুতেই ওদের বিশ্বাস ক'রতে রাজী নও!

তান্তিয়া। মুঘল বাদশাহের বংশ কয়েক শতাব্দী ধ'রে সমস্ত বিশ্বাসের মূলে ক্রমাগত যা কুঠারাঘাত ক'রে এসেছে, তাতে আজ যদি আমরা বাদশাহকে বিশ্বাস

না ক'রতে পারি—সেটা কি বড় অপরাধ হ'ল আমাদের? যশোবন্ত সিংহ বেচারী মাড়োয়ারে নিজের রাজ্য ছেড়ে, দুর্গম কাবুলে গেল—ঐ বাদশাহ-বংশেরই শ্রেষ্ঠ পুরুষ ঔলমগীরের কার্য্যোদ্ধারের জন্য! কার্য্যটিও নিষ্পন্ন হ'ল—ব্যস্, একবিন্দু বিষ প্রয়োগ! মাড়োয়ারের রাজাকে আর মারোয়াড়ে ফির্তে হ'ল না! লোকে ঠেকে শেখে—নানা-সাহেব! ঠেকে শেখে!

নানা। তাহ'লে সন্ধির একটা খসড়া ক'রে পাঠিয়ে দিই, আজীমউল্লার কাছে দিল্লীতে! তারও উত্তর আসুক—এদিকে ইংরেজ-সৈন্য যদি এসেই পড়ে—তাদের অভ্যর্থনাটাও আমরা শেষ করি ততক্ষণ! কি বলো?

তান্তিয়া। ইংরেজ-সৈন্য যদি এসে পড়ে—মানে? আসবেই তারা! কাপ্তেন রেনড কানপুরের অদূরেই আছে, সংবাদ পেয়েছি—কর্ণেল নীল এলাহাবাদে সৈন্য-সজ্জা ক'রছে কানপুর আক্রমণের জন্য! ওদিকে হ্যাবেলক এসে পৌঁছেছে কাশী পর্য্যন্ত! এই তিন বহ্নি নিবিয়ে দেবার মত পর্য্যাপ্ত জল কানপুরের গঙ্গায় আছে কিনা, দেখি একবার!

নানা। গঙ্গার কথা আর ব'লনা—তান্তিয়া! সতীচৌর-ঘাটে যে কাণ্ড ঘটে গিয়েছে, তা স্মরণ হ'লে

এখনও আমি দিনে-দুপুরে হঠাৎ আঁতকে উঠি।
কী ভুলই ক'রেছে টীকাসিং!

তান্তিয়া। টীকাসিং ভুলই ক'রেছে—একথা সত্য! দু'এক-খানা নৌকায় ইংরেজ-সৈনিকেরা লুকিয়েছিল ব'লে সব নৌকাতেই যে গুলি ক'রতে হবে—এ ধারণা তার করা উচিত হয় নি! অন্যায় হ'য়েছে তা মানি! কিন্তু অন্যায় একটা হ'য়েছে ব'লেই যে দিবালোকে ভূত দেখে আঁৎকে উঠতে হবে, এ আমি স্বীকার করি না নানা! যুদ্ধ মাত্রেই নৃশংস। কলিযুগে ধর্ম্মযুদ্ধ নেই! নৃশংসতা কে না করে?

নানা। ইংরেজ নাকি করে না—শুনেছি! সেদিন মাষ্টার-সাহেব ব'লছিল!

তান্তিয়া। ঐ টড? মিথ্যাবাদী! ইংরেজ ত' যুদ্ধক্ষেত্রে নৃশংসতা করেই, বিনা যুদ্ধেও, এবং যুদ্ধের পরে বিজিত-বন্দীর উপরেও করে। জানো, সিরাজদ্দৌলার কাহিনী? বন্দী নবাবকে টুকরো-টুকরো ক'রে কেটেছিল ঐ ক্লাইভ!

নানা। না—না, মীরজাফরের ব্যাটা—মীরণ!

তান্তিয়া। তাই এখন তারা বলে বটে! কিন্তু ক্লাইভ মীরজাফরের ঘরে ব'সে যখন মদ খাচ্ছে- তখন সেই ঘরের অদূরে সিরাজদ্দৌলার হত্যাকাণ্ড

ঘ'টতে পারে, ক্লাইভের বিনা হুকুমে? মীরজাফরের সে সাধ্য ছিল? যে মীরজাফরের নামই হ'ল, ক্লাইভের গর্দ্দভ? তারপর মনে করো, কাশীর চৈৎ সিং—মনে করো অযোধ্যার বেগমদের কথা—মনে করো শেষ নবাব ওয়াজির আলির প্রতি ওই সাদার দলের বিশ্বাসঘাতকতার কথা! ওদের এক শতাব্দীর অত্যাচারের আজ শোধবোধ! তাতে নৃশংসতা একটু-আধটু ঘ'টবে বন্ধু! তাতে যদি তুমি কাতর হও, তবে তোমার পেশোয়ার মসনদে বসা আকাশকুসুম!

নানা। যাক্—যেতে দাও! আর আমি ভূত দেখে আঁৎকাবো না, কথা দিচ্ছি তোমায়! তুমি হ্যাবলককে আটকাবার ব্যবস্থা করো! আমি আজীমউল্লাকে চিঠি লিখতে যাই!

তান্তিয়া। সন্ধির খসড়াটা—

নানা। তোমায় দেখিয়ে নেব—

(প্রস্থান)

তান্তিয়া। একটু দুর্বলচিত্ত—তা নইলে নানা লোকটা মন্দ নয়! পেশোয়া বা বাদশাহ হ'বার মত শক্তিমান নয়, তার আর উপায় কি? শক্তি যোগাব আমি, বংশমর্য্যাদা যোগাবে নানা। দু'টোর সমন্বয়ে যদি একটা সিংহাসন গ'ড়ে ওঠে! সে সিংহাসনে

নানাই বসবে অবশ্য, আমার তাতে ক্ষোভ নেই। আমি তোপী, তোপ দাগবার সুযোগ পেলেই আমি খুসী। টীকাসিং ভুল ক'রেছিল—কিন্তু কী দৃশ্য দেখলাম সেদিন! লালে লাল গঙ্গা! চারিদিকে ধ্বংসের তাণ্ডব! মনে হ'ল—হাঁ, এতদিনে যুদ্ধ সুরু হ'ল বটে! ম'রেছে নারী, ম'রেছে কিছু শিশু—কী তাতে ক্ষতি? ভূমিকম্পে মরে না? মহামারীতে মরে না? মৃত্যুর দেবতা কি নারী আর শিশুকে ছেড়ে কথা কয়? ধ্বংস হোক ওই সাদার জাতি—ধ্বংস হোক ওদের পাপে-গড়া সাম্রাজ্য!

(টীকাসিংহের প্রবেশ)

টীকা। হ্যাবলক আসছে—তান্তিয়া!

তান্তিয়া। রওনা হ'য়েছে?

টীকা। হাঁ! গুপ্তচর বলে—তার সঙ্গে এক হাজার গোরা পদাতিক, দেড়শোর মত শিখ, ছয়টা কামান, আর সামান্য কিছু অশ্বারোহী। হ্যাবলকের অধীনে আছে ফ্রেজার, টিটলার, টিউসন—এরা. আর তার সঙ্গে মিলিত হ'য়েছে ঘুর-পথে এসে কাপ্তেন রেনড—তাকে নাকি কর্ণেল নীল আগেই রওনা ক'রেছিল কানপুর রক্ষার জন্য, কিন্তু বেচারী রেণড একা-একা কানপুরের কাছে ঘেঁসতে সাহস পায় নি।

তান্তিয়া। ফতেপুর—ফতেপুরে ওদের প্রতিরোধ করো টীকাসিং! কানপুরের ত্রিসীমায়ও যেন ওরা ঘেঁসতে না পায়! এখুনি—এই মূহূর্ত্তে তুমি যাত্রা করো ফতেপুরে—কানপুরের অর্দ্ধেক সিপাহী সৈন্য নিয়ে! আমি আসছি তোমাব পেছনে—আরও কামান আর রসদ নিয়ে! যতক্ষণ আমি না পৌঁছোই, তুমি ওদের অগ্রগতি রোধ কববে শুধু! আক্রমণ ক'রো না!

টীকা। আমি এখুনি যাত্রা ক'রছি!

(প্রস্থান)

তান্তিয়া। জোয়ালাপ্রসাদকে পাঠালে হয় টীকাসিংয়ের সঙ্গে! টীকাসিং বড় ব্যস্তবাগীশ! জোয়ালাপ্রসাদেব মাথা ঠাণ্ডা—তু'টোকে এক লাঙ্গলে গেঁথে দিলে—

(লিযাকৎ আলীব প্রবেশ)

এই যে মৌলবীসাহেব! খবব কি বলুন!

লিয়াকৎ। ফিরিঙ্গীরা এসে পড়েছে—জানেন অবশ্য তোপীসাহেব!

তান্তিয়া। এসে পড়ে নি এখনো!

লিয়াকৎ। কী ব্যবস্থা ক'রছেন?

তান্তিয়া। যুদ্ধ ক'রব—তারই ব্যবস্থা ক'রছি—মৌলবীসাহেব!

লিয়াকৎ। সৈন্য পাঠাচ্ছেন ?

তান্তিয়া। সৈন্য না পাঠিয়ে যুদ্ধ ক'রবো কি ক'বে—বলুন।

লিয়াকৎ। সেনাপতি কে ?

তান্তিয়া। টীকাসিং।

লিয়াকৎ। ওকে হিন্দুরা মানবে--মুসলমান-সিপাহী ত' মানবে না!

তান্তিয়া। মুসলমান-সিপাহী ত' পাঠাচ্ছি না।

লিয়াকৎ। মুসলমান-সিপাহী পাঠাচ্ছেন না—সে কি কথা ? কাবণ ?

তান্তিয়া। কাবণ--মুসলমান সিপাহী কানপুরে আছে কই ? সামান্য! মুসলমানেরা দিল্লীর পথ ধ'রেছে—আপনি যে ধরেন নি—এ আশ্চর্য্য।

লিয়াকৎ। আমি দিল্লীর পথ ধ'রব ? সেজন্য ত' দিল্লীশ্বর আমাকে এলাহাবাদের স্থবেদার নিযুক্ত করেন নি ?

তান্তিয়া। দিল্লীশ্বর ? এলাহাবাদের স্থবেদার ? আপনাকে ? কই—তা ত' বলেন নি কোনদিন। আমরা জানি, আপনি কর্ণেল নীলের অত্যাচারে এলাহাবাদ থেকে পালিয়ে কানপুর এসেছেন।

লিয়াকৎ। যেটা শুনেছেন—সেটা মিথ্যা নয়! নীলের সঙ্গে এঁটে ওঠা সম্ভব নয় দেখেই আমি এলাহাবাদ ত্যাগ ক'রেছি। কিন্তু তার পূর্ব্বে দিল্লীশ্বরের

আদেশে আমি এলাহাবাদের সুবেদার পদে নিযুক্ত হ'য়েছিলাম। ফার্মাণ আছে! দেখবেন?

তান্তিয়া। দেখব পরে! কিন্তু এ-কথা গোপন ক'রে আমাদের উপর অবিচার ক'রেছেন আপনি! আমরা সুবেদারের যোগ্য সমাদর ক'রবার সুযোগ পাই নি!

লিয়াকৎ। সমাদরের সময় পরে পাবেন বন্ধু! এখনকার কাজ হ'চ্ছে—ইংরেজ তাড়ানো! এখানে এসে আপনাদের কাজে হস্তক্ষেপ ক'রবার কোন কারণ এতদিন দেখিনি! কিন্তু মুসলমানদের যদি এ স্বাধীনতা-যুদ্ধ থেকে আপনারা বাদ দিতে চান—তাহ'লে আমি আপত্তি ক'রব!

তান্তিয়া। বাদ দেব কেন? মুসলমান-সিপাহী নেই, তাই ব'লছি! আমি কানপুরের মুসলমান অধিবাসীদের আহ্বান ক'রেছিলাম সৈন্যদলে যোগ দেবার জন্য, তা'রা আসে নি!

লিয়াকৎ। তারা এসেছে, তবে আপনার কাছে নয়, আমার কাছে। তারা মুসলমান! হিন্দু নায়কের চাইতে মুসলমান নায়ককে তারা পছন্দ ক'রবে বেশী—, এটা ত' স্বাভাবিক!

তান্তিয়া। ওঃ—তারা এসেছে আপনার কাছে! কত সৈন্য পেয়েছেন আপনি?

লিয়াকৎ। ধরুন—পাঁচ হাজার।

তান্তিয়া। অস্ত্র-শস্ত্র এনেছে তারা?

লিয়াকৎ। না—তা আনে নি। সে-সব আপনি যোগাবেন আশা করি।

তান্তিয়া। যোগাব—যদি তারা নানাসাহেবকে কানপুরের অধীশ্বর ব'লে শপথ ক'রে তাঁর আনুগত্য স্বীকার করে—তবেই যোগাব!

লিয়াকৎ। অসম্ভব। একেবারেই অসম্ভব!

তান্তিয়া। অসম্ভব?

লিয়াকৎ। কানপুরই বলুন, আর এলাহাবাদই বলুন—সর্ব্বত্রই অধীশ্বর সেই একজন—দিল্লীর বাদশাহ। নানাসাহেবকে তারা কানপুরের সুবেদার ব'লে মানতে অবশ্যই রাজী হবে—যদি নানাসাহেব দিল্লীশ্বরের চাকরি নিতে রাজী হন, যেমন আমি হ'য়েছি। মন্দ কি হয়? আমি রইলাম এলাহাবাদের সুবেদার, নানাসাহেব রইলেন কানপুরের সুবেদার। মন্দ কি? সবার উপরে রইলেন, দিল্লীশ্বর বাহাদুর শাহ!

তান্তিয়া। এ প্রস্তাব ভালো কি মন্দ, এ প্রস্তাব অনুসারে কাজ করা সম্ভব কি অসম্ভব—তার বিচারের সময় এখন নয় মৌলবীসাহেব। আপনি অবসরমত নানাসাহেবের সঙ্গে সাক্ষাৎ ক'রে তাঁকে বোঝাবেন,

তিনি যদি দিল্লীশ্বরের সুবেদার বা তাঁবেদার হ'তে রাজী থাকেন, আপনার প্রস্তাব অনুসারে সব কাজই হ'তে পারবে।

লিয়াকৎ। দিল্লীশ্বরের তাঁবেদার হ'তে কেউই যখন আপত্তি ক'রত না, সেদিন ত' বহুদিন হ'ল গত হয় নি।

তান্তিয়া। পেশোয়া কবে দিল্লীশ্বরের তাঁবেদার হ'য়েছিলেন, জানালে বাধিত হবো মৌলবীসাহেব।

লিয়াকৎ। পেশোয়া? পেশোয়ার থাকার ভিতর, নামটাই আছে এখনো।

তান্তিয়া। আর দিল্লীর বাদশাহের অনেক কিছুই আছে বটে। যথা, ব'সবার ময়ুর সিংহাসন, মাথায় প'রবার কোহিনূর, শাসন করবার আঠারোটা সুবা এবং আদেশ পালন ক'রবার জন্য দু'লক্ষ সৈন্য ও মানসিংহ, মহাবৎ খাঁ, দিলীর খাঁ, জয়সিংহ ও যশোবন্ত সিংহের মত সেনাপতি। আপনি যে দয়া ক'রে আমার সঙ্গে সাক্ষাৎ ক'রেছেন—এজন্য আমি কৃতজ্ঞ। এখন আমি একটু ব্যস্ত। ফতেপুর যুদ্ধটা ঘাড়ের উপর এসে পড়েছে প্রায়—এটার ব্যবস্থা করি আগে, তারপর আপনার সিপাহীদের অস্ত্রশস্ত্র দেবো—যদি নাকি নানাসাহেব দিল্লীশ্বরের সুবেদার হ'তে রাজী হ'ন।

(প্রস্থান)

লিয়াকৎ। গোস্তাকী এই কাফেরের!

(আজীমউল্লার প্রবেশ)

আজীম। আপনি কে?

লিয়াকৎ। আমি লিয়াকৎ আলী খাঁ—দিল্লীশ্বরের নিযুক্ত এলাহাবাদের সুবেদার! আপনি কে?

আজীম। আমার নাম, আজীমউল্লা।

লিয়াকৎ। ও হো! আপনিই আজীমউল্লা? আপনি কানপুরে ছিলেন না? আমি কানপুরে এসেই শুনেছি যে, আপনি নানাসাহেবের সঙ্গে কলহ ক'রে—

আজীম। সেকথা থা'ক!

লিয়াকৎ। থা'কবে কেন? এদের সঙ্গে কলহ যার না হবে, সে ভদ্রলোকই নয়! দিল্লীশ্বরের সুবেদার হওয়া এরা অপমানের বিষয় মনে করে!

আজীম। কে হবে, দিল্লীশ্বরের সুবেদার?

লিয়াকৎ। হবে না কেউ! কিন্তু হ'লে আপত্তি ছিল কি? আমি ব'লছিলাম—নানাসাহেব দিল্লীশ্বরের তরফ থেকে সুবেদারী নিন্ কানপুরের, তাহ'লে এক্ষুনি আমি পাঁচ হাজার জোয়ান কানপুরী-মুসলমান সিপাহী এনে ভর্ত্তি ক'রে দিচ্ছি কানপুরের সৈন্যদলে!

আজীম। ওঃ—তা নানাসাহেব এ প্রস্তাবে অপমানিত বোধ ক'রলেন বুঝি ?

লিয়াকৎ। না—না—নানাসাহেবের সঙ্গে আমার সাক্ষাৎই হয় নি! ঐ তান্তিয়াতোপী আমায় জুতো মা'রতে বাকী রেখেছে শুধু! ও বলে—পেশোয়ারা কোন-দিন দিল্লীশ্বরের তাঁবেদারী করে নি! বলুন ত'—সুবেদারী কি তাঁবেদারী ?

আজীম। সে কথা যাক্—আপনি আসুন আমার সঙ্গে! আমি আপনাকে নানাসাহেবের কাছে নিয়ে যাচ্ছি! দিল্লীশ্বর যে প্রস্তাব আগেই পাঠিয়েছেন নানা সাহেবের কাছে, যে প্রস্তাব ত্বরা ক'রে কার্য্যে পরিণত ক'রবার জন্য আমায় আবার তিনি কানপুর পাঠালেন এত তাড়াতাড়ি, তাতে যদি নানাসাহেব স্বীকৃত হন—স্বীকৃত না হওয়ার কিছু নেই—তা হ'লে সুবেদারী না নিয়েও নানাসাহেব আপনার পাঁচ হাজার মুসলমান সিপাহীর ও আপনার সহযোগিতা সাদরে গ্রহণ ক'রবেন—

লিয়াকৎ। কী এমন বন্দোবস্ত হ'তে পারে ?

আজীম। হবে—হবে—বন্দোবস্ত হবে মৌলবী সাহেব! আপনি আসুন —

(উভয়ে প্রস্থান)

(টীকা সিং ও তান্তিয়ার প্রবেশ)

টীকা। আমি তাহ'লে আর বিলম্ব ক'রব না—

তান্তিয়া। না! নানাসাহেবের সঙ্গে সাক্ষাতের জন্যও তুমি অপেক্ষা ক'রোনা। তিনি একটা জরুরী খসড়া তৈরী ক'রছেন! তুমি জয়যাত্রায় বেরিয়ে পড় সেনাপতি!

টীকা। সর্ব্বাধিনায়কের আগমন প্রতীক্ষায় আমি ফতেপুরের পথ আগলে রাখব ইংরেজ সেনার বিপক্ষে—যতক্ষণ দেহে প্রাণ থাকবে—

(প্রস্থান)

তান্তিয়া। আমারও প্রস্তুত হ'তে হয়! শুধু নানাসাহেব দিল্লীর চিঠিখানার কি জবাব দেয়, তাই দেখবার জন্য আমায় অপেক্ষা ক'রতে হ'ল! ওকে আমি এক তিল বিশ্বাস পাই না—কারণ আজীমউল্লার প্রভাব ওর উপর অসাধারণ!

(লিযাকৎ আলীর প্রবেশ)

লিয়াকৎ। এই যে তোপী! অস্ত্র শস্ত্র দেবেন চলুন তা-হ'লে!

তান্তিয়া। অর্থাৎ?

লিয়াকৎ। অর্থাৎ—নানাসাহেব হুকুম দিয়েছেন যে, আমার পাঁচ হাজার সিপাহী তাঁর ফৌজে ভর্ত্তি হ'ল। তাদের শেলেখানার উৎকৃষ্টতম অস্ত্রশস্ত্রে সজ্জিত ক'রে ফতেপুর যুদ্ধে অবিলম্বে পাঠানোর ভার

আপনার উপরে! অমনি আমার জন্য দু'টো আরবী ঘোড়া, একটা পাল্‌কী, গোটা-দুই ভালো তাম্বু, গোটা-কুড়ি নফর চাকর—এগুলোও বন্দোবস্ত ক'রে দেবেন। কারণ, উপস্থিত পাঁচ হাজার মাত্র সিপাহীর সৈনাপত্য নিয়ে যুদ্ধে যদিও যাচ্ছি আমি, তথাপি এটা ভুললে চলবে না যে, আমিও দিল্লীশ্বরের একটা স্থবেদার, যে পদমর্য্যাদা স্বয়ং নানাসাহেব এখনো পান নি, পাবার আশা ক'রছেন—সবে! চলুন তাহ'লে?

তান্তিয়া। ব্যাপারটা বুঝতে দিন আমায়! নানাসাহেব হুকুম দিয়েছেন! আপনি গিয়েছিলেন তাঁর কাছে? তিনি আমাকে জিজ্ঞাসা না ক'রেই সরাসরি এত-বড় দিলদরিয়া সব হুকুম দিয়ে দিলেন আপনার জন্য?

লিয়াকৎ। আপনাকে জিজ্ঞাসা না ক'রে তিনি যদি আজীমউল্লা-খাঁকেই জিজ্ঞাসা ক'রে থাকেন, সেটা কি তাঁর অনধিকার চর্চ্চা হয়েছে বলতে হবে?

তান্তিয়া। আজীমউল্লা খাঁ?

লিয়াকৎ। তিনি এসেছেন যে! দিল্লী থেকে খোদ বাদশাহের পত্র নিয়ে—

তান্তিয়া। আবার বাদশাহের পত্র?

(নানাসাহেবের প্রবেশ)

নানা। এই যে তান্তিয়া! মৌলবী সাহেবের লোকগুলোকে নিতেই হয় বন্ধু! স্বয়ং বাদশাহ যেভাবে সব আমারই উপর নির্ভর ক'রেছেন—তোমায় ত' তিনি অবিলম্বেই ডাকছেন দিল্লীতে!

তান্তিয়া। তাই যাই তবে! ফতেপুর কানপুর এসব যুদ্ধের ভার কি তাহ'লে মৌলবী সাহেবের হাতেই ছেড়ে দিলে তুমি?

লিয়াকৎ। দিলে ক্ষতি হবে?

তান্তিয়া। ক্ষতি হবে না, হবে সর্ব্বনাশ!—এ হ'তে পারে না নানা!

লিয়াকৎ। বাঃ! এখানকার মালিক কি নানাসাহেব, না, তান্তিয়া তোপী?

নানা। সত্যই তান্তিয়া! আমি যখন বিশেষ বিবেচনা ক'রে হুকুম দিয়েছি, তখন তার উপর কথা বলা তোমার অন্যায়! আমার রাজমর্য্যাদায় আঘাত যে করবে—সে পরম বন্ধু হলেও—

লিয়াকৎ। পরম বন্ধু হ'লেও সে বিদ্রোহী, সে দণ্ডার্হ!

নানা। মৌলবী সাহেবের লোকগুলোকে অস্ত্রশস্ত্র দিয়ে ফতেপুরে পাঠিয়ে দাও। আর—

তান্তিয়া। ফতেপুরে ত' টীকা সিং আর জোয়ালাপ্রসাদ রওনা হ'য়ে চ'লে গেছে!

নানা। চ'লে গেছে ? আমায় একবার ব'লে যাওয়াও প্রয়োজন মনে করে নি ? আমি কি এতই অনাবশ্যক ?

তান্তিয়া। ক্ষুদ্র কাজের পক্ষে মহত্তমেরা অনাবশ্যক বই কি !

লিয়াকৎ। একটা যুদ্ধযাত্রা হ'ল—ক্ষুদ্র কাজ ?

তান্তিয়া। ক্ষুদ্র হ'ক, বৃহৎ হ'ক—ও কাজটা দেখবার জন্য আমি আছি যখন, তখন ও নিয়ে পেশোয়ার মাথা ঘামানো অনাবশ্যক ব'লেই আমি ভেবেছিলাম !

নানা। যেতে দাও ! যেতে দাও ! আজীমউল্লা এসেছে—শুনেছ ত' ? সে যা বললে—তাতে আর সন্দেহ করবার কিছু নেই। এই মুহূর্ত্তেই বাদশাহের পত্রের চূড়ান্ত জবাব দিতে হবে ! তুমি এস—মন্ত্রণা কক্ষে !—মৌলবী সাহেবকে ফতেপুরে যেতে দাও !

লিয়াকৎ। আমার হাতে একটা আদেশনামা দিতে হবে যে টীকাসিংহ জোয়ালাপ্রসাদ এঁরা ফতেপুর যুদ্ধক্ষেত্রে আমার অধীনস্থ সেনানী ব'লে নিজেদের বিবেচনা করবেন—

নানা। কী তান্তিয়া ! এতে আপত্তি আছে ?

তান্তিয়া। শুধু এতে ? সমস্ত বন্দোবস্তটাই আপত্তিজনক ! লিয়াকৎ আলিকে যদি যুদ্ধক্ষেত্রে পাঠাতে হয়--তার ফলাফলের জন্য দায়ী আমি হব না !

নানা। কেন ?

তান্তিয়া। উনি ছিলেন মক্তবের মৌলবী, গোরা পলটনেরা ওঁর কাছে উর্দ্দূ শিখতে আসছে না !

লিয়াকৎ। বাদশাহের সুবেদারকে এভাবে অপমান ? আমি লড়াই জানি না ?

তান্তিয়া। পেশোয়া ! আপনি এ ব্যাপারের শেষ করুন। হয় লিয়াকৎ আলিকে ফতেপুরে পাঠানোর সঙ্কল্প ত্যাগ করুন, নয় ত' ও কাজের দায়িত্ব থেকে আমায় রেহাই দিন।

নানা। হুকুম অলঙ্ঘ্য ! তোমার কোন দায়িত্ব নেই— তান্তিয়া তোপী !

——:•:——

দ্বিতীয় অঙ্ক

প্রথম দৃশ্য। কানপুর।

(আহত টীকাসিং ও তান্তিয়া তোপী ।)

টীকা। লিয়াকৎ আলি! লিয়াকৎ আলি! তারই জন্য এই সর্ব্বনাশ! সে আমার বা জোয়ালাপ্রসাদের কথায় কর্ণপাতও ক'রলে না! নিজের সৈন্য নিয়ে এমন বিশৃঙ্খলভাবে ইংরেজ সেনার সম্মুখীন হ'ল—পরিণাম কি হবে—তা প্রথম থেকেই কারও বুঝতে বাকী রইল না। এমন যায়গায় গিয়ে সে সৈন্য নিয়ে দাঁড়াল—আমরা যদি শিবির থেকে কামান দাগি—সে গোলা গিয়ে লাগে লিয়াকৎ আলির সৈন্যের গায়ে।

তান্তিয়া। লিয়াকৎ আলি ধ্বংস হবে, তা জানতাম! ধ্বংস হয়েছে, তাতেও আমি ক্ষতি বিবেচনা করি না। কিন্তু তোমাদের এ দুর্দ্দশা কেন? তোমরা পরাজিত হ'লে কি করে? তোমাদের ত' যুদ্ধ করবার কথা ছিল না! আমি স্পষ্ট ব'লে দিয়েছিলাম, তোমরা শুধু পথ আগলে থাকবে—যতক্ষণ আমি না পৌঁছাই!

টীকা। তুমি পৌঁছাবে—এমন সম্ভাবনা থাকলে কি আমরা শিবির ছেড়ে যুদ্ধে যেতাম? তাও—যুদ্ধে আমরা যাই নি! ধীরে-ধীরে পশ্চাৎপদ হয়ে

কানপুরে এসে পৌঁছাব—এই ছিল আমাদের আশা ! তা হ'ল না ! পেছন থেকে গোরা অশ্বারোহীর দল এমন উত্যক্ত ক'রে তুলল—যুদ্ধ আমাদের করতেই হ'ল ! আর সে যুদ্ধের যা পরিণাম—তা ত' চোখেই দেখছ তুমি !

তান্তিয়া। হুঁ—! তা—আমি ফতেপুরে যাব না, তোমরা জানলে কি ক'রে ?

টীকা। এদিকে লিয়াকৎ আলি সদম্ভে ঘোষণা করতে লাগল—নানাসাহেব তোমার হাত থেকে সমস্ত দায়িত্ব কেড়ে নিয়েছেন, ওদিকে নির্দ্ধারিত সময়ের পরেও, অনেক প্রতীক্ষা ক'রেও তোমার আগমনের কোন লক্ষণ দেখতে পেলাম না ! কাজেই লিয়াকৎ আলির কথাই বিশ্বাস করতে হ'ল !

তান্তিয়া। নানাসাহেবের সঙ্গে দেখা করেছ ?

টীকা। না—করিনি ! করবার প্রবৃত্তিও নেই ! যেচে যে পরাজয় বরণ ক'রে নেয়—তার সঙ্গে দেখা করবার প্রবৃত্তি আমার নেই ! আমি তোমার কাছে জানতে চাই—তুমি এখন কি করবে ! যাই কর—আমি তোমার সঙ্গে আছি !

তান্তিয়া। আচ্ছা—আমি তৈরী হয়ে আসছি ! কানপুর ত্যাগ ছাড়া উপায় নেই ! অরক্ষিত এ নগরী—

এখানে থেকে শুধু মা'র খাওয়া! অন্যত্র গিয়ে ভাঙ্গা কপাল জোড়া দেওয়ার চেষ্টা করি চল!

(প্রস্থান)

(নানাসাহেবের প্রবেশ)

নানা। টীকাসিং না?

টীকা। হাঁ—পেশোয়া!

নানা। যুদ্ধে হেরেছ?

টীকা। যুদ্ধে হারবো জেনেই তান্তিয়া আমাদের যুদ্ধ না করতে আদেশ দিয়েছিল! ঘটনাচক্রে আমরা যুদ্ধ করতে বাধ্য হলাম, হারলামও!

নানা। ঘটনার সে চক্রটা কিরূপ—টীকাসিং?

টীকা। এই—(হাত দিয়া দেখাইল)—মনে করুন—এইটে হ'ল চাকা! ওর মাথায় চ'ড়ে বসল লিয়াকৎ আলি! তার ভূঁড়ির ভারে চাকা আপনিই সাঁ ক'রে এক-চক্কর ঘুরে গেল! ঘুরতেই—লিয়াকৎ আলি ছিল চাকার মাথায়, উল্‌টে পড়ল হ্যাবলকের পায়ের তলায়! এদিকে চাকা বোঁ-বোঁ ক'রে ঘুরছেই, ঘুরছেই, তান্তিয়া বেচারী আর তাতে চ'ড়ে বসবার সুযোগ পেলে না—নাবালক আমরা ও-পাশে প'ড়ে, না পারলাম এগুতে, না পারলাম পেছুতে! মাঝখানে প'ড়ে—কচুকাটা!

(অঙ্গের আঘাত দেখাইল)

নানা। এইটুকু বুঝলাম যে, লিয়াকৎ আলির অবিবেচনার জন্য একটা দুর্ঘটনা ঘটেছে, এবং তান্তিয়া গিয়ে ফতেপুর পৌঁছুলে সে দুর্ঘটনা না-ও ঘটতে পারত!—একটা ভুলই করেছি বটে! মারাত্মক ভুল! এখন কানপুর রক্ষার কি উপায়? ইংরেজ-সেনা ত' কানপুরে এল ব'লে!

টীকা। আসবে না কেন? আটকাবে কে? যারা আটকাবে কথা ছিল—তারা ত' সব পলাতক—

(নিজেকে প্রদর্শন)

নানা। তা, কানপুর রক্ষার কি উপায়?

টীকা। আমি ত' কোন উপায় দেখি না!

নানা। তাহ'লে?

টীকা। তাহ'লে আর কি—বুঝতেই পারছেন!

নানা। তান্তিয়া কি বলে? দেখলাম সে তোমার সঙ্গে কথা ক'য়ে ওদিকে গেল!

টীকা। তান্তিয়া বলে—তার কোন দায়িত্ব নেই! ওদিকে গেল নিজের কাপড় বিছানা নিয়ে আসবার জন্য!

নানা। সে কি? সে কি পালাচ্ছে?

টীকা। অবশ্য! আমিও পালাচ্ছি! এবং আশা করি, আপনিও পালাবেন! কারণ, এখানে থাকলে—ইংরেজেরা—মনে আছে ত' সতীচৌর ঘাটের ঘটনা?

নানা। যাও—ভীরুর দল! আমি পালাব না! শেষ পর্য্যন্ত কানপুর রক্ষা করব! তারপর বিঠুরে যাব নিজের গৃহে! সে গৃহের একখানা পাথর যতক্ষণ দাঁড়িয়ে থাকবে—ততক্ষণ তার আড়াল থেকে আমি ইংরেজের শিরে গুলীবর্ষণ করব!

(প্রস্থান)

(তান্তিয়া তোপীর প্রবেশ)

তান্তিয়া। আমি প্রস্তুত টীকাসিং—চল যাই!

টীকা। চল! কিন্তু কোথায়?

তান্তিয়া। লক্ষ্ণৌ।

টীকা। দিল্লী নয়?

তান্তিয়া। দিল্লী? দিল্লী যাব বাদশাহের গোলামী করতে? আমি নিতান্তই হিন্দু—টীকাসিং! চাকরি যদি করি, হিন্দুরই করব!

টীকা। তোমায় চাকরি দেবার মত হিন্দু কে আছে—এদেশে?

তান্তিয়া। অর্জ্জুনকে একসময়ে চাকরি দিয়েছিল বিরাট রাজা! দেখা যাক—সিন্ধিয়া মহারাজ আছেন, হোলকার মহারাজ রয়েছেন—ঝান্সীর রাজা না থাক, রাজ্য না থাক—রাণী লক্ষ্মীবাঈ আছেন! চাকরি কেউ না দেয়, নিজেই নিজের মনিব হব!

শেষপর্য্যন্ত ইংরেজের বুকে তলোয়ার বসাবার ফিকির খুঁজব টীকাসিং, যে-দেশেই থাকি !

(নানাসাহেবের প্রবেশ)

নানা। তুমি আমার কাছেই থাকবে তান্তিয়া ! আমায় ক্ষমা কর !

তান্তিয়া। ক্ষমা করতে পারি, কিন্তু তাতে লাভ কিছু হবে না ! যে সুযোগ গিয়েছে, তাকে ফিরে পাওয়া আর হয়ত সম্ভব হবে না ! কানপুর ! কানপুর ! এখানে যখন ইংরেজকে রুখতে পারা গেলনা, তখন কোথায় আর পা'রব ?

টীকা। কেন ?—দিল্লীতে ?

নানা। বুঝেছি—তুমি আমায় পরিহাস করছ টীকাসিং ! কিন্তু নানাসাহেব ভুল একবারই করেছে, দু'বার করবে না !

তান্তিয়া। বাদশার সঙ্গে সন্ধির পাকা চিঠি নিয়ে আজীমউল্লা দিল্লীতে চ'লে গেল, এখন দিল্লী যাওয়াকে ভুল বলছ কেন ?

নানা। দিল্লী যেতাম, পরাজয়ের এ কলঙ্ক যদি মাথায় না চাপত ! তাড়া-খাওয়া ইঁদুরের মত দিল্লীর গর্ত্তে গিয়ে ঢুকলে কি আর বাদশাহ ঐ সন্ধিপত্রে সই করবেন ? তারপর বাদশাহ চেয়েছেন শক্তিমান সেনাপতি ! সে ব্যক্তি তুমি, আমি নই তান্তিয়া !

রাজত্ব করবার জন্য তাঁর পুত্রেরা আছে, তিনি নিজে আছেন। নেই তাঁর সৈন্য চালনা করবার লোক।

তান্তিয়া। আমি সৈন্য চালনা ক'রতে পারি, যদি সে সৈন্য আমার নিজের হয়। পরের সৈন্য সম্বন্ধে আপৎ-কালে কারও কোন দায়িত্ব থাকে না—জান ত'?

নানা। তান্তিয়া। আমি মূর্খ—আমাকে ক্ষমা কর তুমি—
(হস্ত ধারণ)

তান্তিয়া। ক্ষমা—করেছি নানা। বাল্যের বন্ধু তুমি—ক্ষমা তোমায় করতে বাধ্য আমি। কিন্তু দেশ তোমায় ক্ষমা করবে না। তুমি এখন করবে কি? দিল্লী যেতে যদি না চাও—

নানা। যাওয়া কি উচিত হবে—মনে কর?

তান্তিয়া। না। পেশোয়া-বংশধরের পক্ষে দিল্লীর আশ্রিত হওয়ার চেয়ে ঐ সতীচৌর-ঘাটের সলিল-সমাধি ভাল। তুমি আমার সঙ্গে আসতে পার—

নানা। কোথায়?

তান্তিয়া। নিরুদ্দেশ পথে। সারা দেশে বিদ্রোহ ছড়িয়ে পড়েছে। যেখানে সম্ভব—দু'চার জন সিপাহী যোগাড় ক'রে নিয়ে আমরা ইংরেজকে লড়াই দেব। লক্ষ্ণৌ—আজিমগড়—ঝান্সী—

নানা। নাঃ—আমি যাব না, তোমার সাথে। পথক্লেশ

সহ্য করতে অভ্যস্ত নই আমি! পারব না! আমি বিঠুরে যতক্ষণ পারি আত্মরক্ষা করব— তারপর—আছে ঐ গঙ্গা! উঃ—কী ভুল! কী ভুল! বিদায় তাস্তিয়া! বিদায় টীকাসিং —

(প্রস্থান)

টীকা। একি—কাঁদছ—তাস্তিয়া?

তাস্তিয়া। না! চোখে এমনিই এল দু'ফোঁটা জল—শৈশবের সখা ও! দু'জনে কত কল্পনা করেছি—স্বাধীনতা ফিরিয়ে আনব—ছত্রপতি শিবাজীর গৈরিক পতাকা ওড়াব ভারতের এপার থেকে ওপারে—হিমালয় থেকে সিংহল পর্য্যন্ত! সব হাওয়ায় মিলিয়ে গেল!

টীকা। এখনও যায়নি তোপী! এখনও তুমি আছ বেঁচে!

তাস্তিয়া। তা বটে—আমি আছি। তোপ দাগতে এখনও আমি জানি! হয়ত স্বাধীনতা একদিন ফিরিয়ে আনতেও পারি ভাবতে, কিন্তু সেদিন কি আর নানাকে খুঁজে পাব? আজকের এ বিচ্ছেদ চির-দিনের বিচ্ছেদ! কুক্ষণে ঐ মৌলবী এসেছিল নানা আর তাস্তিয়ার মাঝে।

(টীকাসিং সহ প্রস্থান)

(নেপথ্যে কামানের শব্দ)

(দ্রুত নানাসাহেবের প্রবেশ)

নানা। তাস্তিয়া! টীকাসিং! শত্রু এল যে! কই—ওরা

ত' নেই! এরি মধ্যে চ'লে গেল?—হ্যাঁ! চ'লে গেল! চিরদিনের সঙ্গীরা আমায় একা ফেলে চ'লে গেল—ইংরেজের কামানের মুখে ফেলে চ'লে গেল!—আমি একা! একা! একা! হাঃ হাঃ হাঃ —তাতে ভয় কি? সিংহাসনে একাই ত' বসতে হয়! একা! একা!

(লিয়াকৎ আলীর প্রবেশ)

লিয়াকৎ। একা কেন হবেন পেশোয়া! আমি আছি—শেষ পর্য্যন্ত থাকব! আপনি এক সুবেদার, আমি আর এক সুবেদার—যতক্ষণ পারি—যোড় বেঁধে কানপুরে রাজত্ব করব—আসুক না ইংরেজ, এখনও দেরী আছে!

নানা। তুমি মরনি যুদ্ধে?

লিয়াকৎ। কেন মরব? মরবার সময় না হ'লে কেউ মরে না! অনেকে পালাতে পারে নি, আমি পেরেছি! হারতে হ'ত না—যদি ঐ আহম্মক টীকাসিং আমার কথা শুনত! যেখানে কাফের—সেখানেই ঝামেলা! মাফ করুন—আপনিও যে কাফের, সেটা স্মরণ ছিল না আমার!

নানা। কানপুরে রাজত্ব আপনি একাই করুন! আমি বিঠুরে যাচ্ছি! প্রাচীর পরিখাহীন কানপুর রক্ষা করার মত সৈন্যবল আমার নেই! দেখি, বিঠুরে

কিছু সৈন্য রেখে এসেছিলাম—সে স্থান ক্ষুদ্র হলেও সুরক্ষিত—

লিয়াকৎ। কানপুর ছেড়ে যাবেন? এখুনি?

নানা। যেতে হয় যদি' ত'—এখুনি! এরপর আর যেতে পারব না! কিন্তু মরবার আগে বিঠুরে একবার যাওয়া আমার প্রয়োজন, সেখানে প্রিয়জনেরা আছে—তাদের একবার জন্মের মত শেষবার চোখের দেখা দেখে নিই—তারপর গঙ্গার গর্ভে আমার পরাজয়-কলঙ্ক চিরতরে গোপন করব!

(প্রস্থান)

লিয়াকৎ। সব অপদার্থ!—যাক্—গেলই যখন—একা-একাই কানপুরের রাজৈশ্বর্য্য ভোগ করি! কোই হ্যায়?

(একজন সৈনিকের প্রবেশ)

সৈনিক। মৌলবী সাহেব ডাকছেন?

লিয়াকৎ। বল সুবেদার! আমি বাদশাহী ফার্মাণ পেয়ে সুবেদার হয়েছি, ফাঁকি নেই এর ভিতর!—শোন—তোমরা কতজন পালাতে পেরেছ ফতেপুর থেকে?

সৈনিক। কই—এখনও ত' দু'শো-আড়াই শোর বেশী এসে পৌঁছয় নি! পরে যদি—আরও কিছু আসে—

লিয়াকৎ। ব্যস্! ব্যস্! যত কম হয়—ততই ভাল! সবাই মিলে লুঠ কর! বুঝলে?

সৈনিক। শোভানাল্লা!

লিঁয়াকৎ। নানাসাহেব বোকা—ইংরেজদের তাড়িয়েও সহর লুঠ করে নি! যেখানে যা টাকা পয়সা ছিল, থানে থান বজায় আছে! লুঠ কর—লুঠ কর! অর্দ্ধেক আমার, অর্দ্ধেক তোমরা বখরা ক'রে নেবে—কেমন?

সৈনিক। বহুৎ আচ্ছা!—হ্যাঁ—বিবিগড়ে বহুৎ ইংরেজ-নারী বন্দিনী হয়ে আছে! ওদের অলঙ্কারগুলো—

লিয়াকৎ। কেড়ে নাও! ইংরেজ যখন, তখন নারী হলেও ওরা দয়ার দাবী করতে পারে না! কোতল কর ওদের! সব কোতল কর, সব কোতল কর!

(নেপথ্যে কামান)

ঐ হ্যাব্‌লক আসছে! কিন্তু এসে আর সে কাণপুরে জীবিত ইংরেজ দেখতে পাবে না! দেখবে খণ্ড-বিখণ্ড শবের স্তূপ—সাদা দেহের ওপর লাল রক্তের সুন্দর আল্‌পনা দেখে নিশ্চয়ই মুগ্ধ হবে হ্যাব্‌লক! হাঃ হাঃ হাঃ—

(উভয়ের প্রস্থান)

রঙ্গমঞ্চ অন্ধকার হইয়া আসিল, পরে পুনরালোকিত মঞ্চে কতিপয় সৈনিকসহ জেনারেল হ্যাব্‌লকের প্রবেশ।

হ্যাব্‌লক্। সহর রক্ষার কোন চেষ্টাই ত' ইহারা করিল না। শুনিয়াছিলাম, নানাসাহেব বড় যোদ্ধা, তান্তিয়া তোপী আগুন খায়—হাঃ হাঃ হাঃ—দেখ—Old

Boys দেখ—ইহারা কোথায় গেল। নানা, তান্তিয়া, লিয়াকৎ আলি—ইহারা গেল কোথায়? আটর দেখ—ইউনিয়ন জ্যাক্ উড়াও—সতীচৌর ঘাট কিধার আছে—খোঁজ লও! ঐ ঘাটে ইংরেজ-রমণী ও শিশুর হত্যাকাণ্ড হইয়েছে—উহা আমাদের তীর্থ-স্থান!

(জনৈক নাগরিকের প্রবেশ।)

নাগরিক। সাহেব! সতীচৌর ঘাটের চাইতেও বীভৎস, পৈশাচিক ঘটনা ঘটেছে, বিবিগড়ে। দেখবে চল!

হ্যাবলক্। সতীচৌর ঘাটের চাইতেও বীভৎস? সে কি? কি হইয়াছে বিবিগড়ে? কোথায় বিবিগড়?

নাগরিক। সতীচৌর ঘাটে নৌকা থেকে যাদের জীবিত অবস্থায় নামিয়ে আনা হয়েছিল—সেইসব নারী ও শিশু—সংখ্যায় প্রায় দুই শত—আবদ্ধ ছিল বিবিগড়ের ক্ষুদ্র ভবনে! এইমাত্র—সাহেব—এই-মাত্র লিয়াকৎ আলির আদেশে—

হ্যাবলক। কী? কী? কী হইয়েছে এইমাত্র?

নাগরিক! তাদের খণ্ড-খণ্ড ক'রে কেটে ফেলেছে কশাইরা!

হ্যাবলক। ওঃ—মাদার মেরী! মাদার মেরী!

সৈন্যগণ! আমরা প্রতিশোধ লইব—ভীষণ প্রতিশোধ লইব! হুকুম দাও—জেনারেল!

হ্যাবলক। হাঁ—প্রতিশোধ! প্রতিশোধ! নারীর রক্ত, শিশুর

রক্ত ! এ-রক্তের ঋণ শোধ করা চাই। পৈশাচিকতার বিনিময়ে দেখানো চাই পৈশাচিকতা! যাও নাগরিক! এই গোরাদের লইয়া যাও! লিয়াকৎ আলিকে পাকড়ো—হত্যাকারীদের পাকড়ো! উহাদের দিয়া বিবিগড়ের রক্তস্রোত চাটাইয়া পরিষ্কার করাও! তারপর দাও উহাদের ফাঁসী! বিবিগড়ের সম্মুখে তোলো ফাঁসীকাঠ! ঐ ফাঁসীকাঠ মাথা তুলিয়া দাঁড়াইয়া থাকুক—যতদিন না নানাসাহেব আর তাস্তিয়া তোপীকে ফাঁসীতে ঝুলাইতে পারিতেছি—

নাগরিক। নানাসাহেব ত' বিঠুরে!

(দ্বিতীয় নাগরিকের প্রবেশ)

২য় নাগ। না—নানাসাহেব পরলোকে! বিঠুর-প্রাসাদে পৌঁছেই তিনি পরিজনবর্গকে নিয়ে নৌকায় আরোহণ করেন। ঐ নৌকা তাঁরই আদেশে মাঝগঙ্গায় নিয়ে ডুবিয়ে দেওয়া হয়। নানাসাহেব অক্ষুণ্ণ মর্য্যাদা নিয়ে রঙ্গভূমি থেকে করেছেন মহাপ্রস্থান!

দ্বিতীয় দৃশ্য

লক্ষ্ণৌ—রেসিডেন্সী

স্যার হেনরী লরেন্স, তান্তিয়া তোপী।

লরেন্স। আমি শ্বেত-পতাকার অপমান কদাপি করিব না। তোমার যাহা বলিবার আছে—বল।

তান্তিয়া। আপনা॰ অসুস্থতার সময় আপনার সহকারী ঐ মার্টিন গবীন অন্যায় করেছে সিপাহীদের নিরস্ত্র ক'রে! গবীনকে আমাদের হস্তে অর্পণ করুন—তার যথোচিত দণ্ড হওয়া প্রয়োজন!

লরেন্স। দণ্ড হওয়া যদি প্রয়োজন হয়, তবে সে দণ্ড আমিই দিতে পারিব। তোমাদের হাতে তাহাকে কদাপি অর্পণ করিতে পারিব না। তোমার আর কি বলিবার আছে—বল!

তান্তিয়া। রেসিডেন্সী রক্ষা করা আপনার পক্ষে সম্ভব হবে না। আপনি রেসিডেন্সী ত্যাগ ক'রে চলে যেতে পারেন—সমস্ত ইংরেজ নিয়ে! দিল্লী বলুন—কাশী বলুন—যেখানে ইচ্ছা চলে যেতে পারেন।

লরেন্স। ঐ স্তোক বাক্যে তোমরা কানপুরে হুইলার সাহেবকেও ভুলাইয়াছিলে। কাশী পাঠাইয়া দিব বলিয়া তাদের নৌকায় তুলিয়া দিয়া, তারপর সেই নৌকায় করিয়াছিলে গুলীবর্ষণ! বিশ্বাসঘাতকতা আর কাহাকে বলে?

তান্তিয়া। বিশ্বাসঘাতকতার সূত্রপাত করিয়াছিলেন স্বয়ং হুইলার—সে খবরটা হয়ত আপনার জানা নেই! কথা ছিল—ইংরেজ-সৈনিক কেউ কানপুর ত্যাগ করতে পারবে না। কিন্তু নারীদের সঙ্গে বারিকের সমস্ত গোরা সৈন্য নৌকায় চ'ড়ে বসেছিল।

লরেন্স। এ-কথা মিথ্যা!

তান্তিয়া। এই কথাই সত্য।

লরেন্স। সত্য হইলেও ঐপ্রকার হত্যাকাণ্ড করা উচিত হয় নাই।

তান্তিয়া। যা হচ্ছে—সেটা যুদ্ধ, বনভোজন নয় সাহেব! বহু মানুষ মরবে এটা জেনেই সিপাহীরা বিদ্রোহ করেছে! তোমাদেরও বহু মানুষ মরবে জেনেই তোমরা ইংলণ্ড থেকে ছয় হাজার মাইল দূরে ভারতে রাজ্যবিস্তার করতে এসেছিলে। একটা দেশ—এত-বড় একটা দেশ—তোমরা শাসন ও শোষণ করছ এক শতাব্দী ধ'রে, তার মূল্যস্বরূপ দু'চার শো, বা, দু'চার হাজার প্রাণ মাঝে-মাঝে বলি দিতে হবে, এটা কি খুব বড় কথা সাহেব? আমরা স্বাধীনতা ফিরিয়ে পেতে চাই, সুতরাং আমরা মরছি! তোমরা আমাদের অধীন ক'রে রাখতে চাও—সুতরাং তোমরাও মরবে বইকি মাঝে-মাঝে! এতে এত কাতর কেন?

লরেন্স। যাক—যাইতে দাও ও-কথা! আমরা কোনক্রমেই লক্ষ্ণৌ সহর ত্যাগ করিব না।

তান্তিয়া। আজই তাহ'লে রেসিডেন্সী উড়ে যাবে।

লরেন্স। হাঃ হাঃ হাঃ—

তান্তিয়া। বিশ্বাস হ'ল না কেন সাহেব?

লরেন্স। তোমাদের কামান যেখানে আছে, সেখান হইতে রেসিডেন্সী পাল্লার বাহিরে রহিয়াছে! ব্যাটারী আগাইয়া আনা একদিনের ভিতর সম্ভব নয় তোমাদের পক্ষে! আমরা বাধা দিব।

তান্তিয়া। পাল্লার বাহিরে সাহেব?

লরেন্স। আমাদেরই কামান লইয়া ত' তোমরা লড়িতেছ! আমাদের কামানের কত পাল্লা—তা আমি জানি না?

তান্তিয়া। জান না! ও-কামান আমিও দেখেছি! সাহস থাকে যদি হেনরী লরেন্স—এই ঘরে তুমি থেকো! আমি চ'লে যাবার আধ ঘণ্টার মধ্যে আমার কামানের গোলা এসে এ-ঘর থেকে তোমায় আশমানে উড়িয়ে দেবে!

লরেন্স। যদি দেয়—মরিয়াও আমি শান্তি পাইব এই ভাবিয়া যে, মৃত্যুর পূর্ব্বে আমি দুনিয়ার শ্রেষ্ঠ গোলন্দাজের সাক্ষাৎ পাইয়াছি!

তান্তিয়া। তাহ'লে তোমরা লক্ষ্ণৌ ত্যাগে রাজী নও? ভেবে

দেখ—জীবন নিয়ে স্ত্রী-পুরুষ সমস্ত ইংরেজ কাশী চ'লে যেতে পার!

লরেন্স। না—আমি রাজী নই!

তান্তিয়া। তাহ'লে আমি বিদায় হই! তুমি সত্যই থাকবে এ-ঘরে?

লরেন্স। আধ ঘণ্টা থাকিব!

তান্তিয়া। দুঃসাহস ক'রো না! কামানের গোলা এখানে আসবেই সাহেব!

লরেন্স। আবার বলিতেছি—আমার কামান, আমি চিনি না?

তান্তিয়া। কামান চেনো, আমায় চেনো না! ঐ নির্জ্জীব কামান আজ বজ্র-স্বরে কথা কইবে, সার হেনরী! তার আগুন খেলা দেখ গিয়ে আড়াল থেকে, এ-ঘরে থেকো না! তোমার সঙ্গে আলাপ ক'রে খুসী হয়েছি—নিজের হাতে তোমায় হত্যা করতে চাই না!

লরেন্স। বাহাদুরী করা তাহারই সাজে—যে নিজের ক্ষমতা আগে প্রমাণ করিয়াছে! তোমার কথা আমি বিশ্বাস করি না। আমি এই ঘরেই থাকিব! আধ ঘণ্টা!

তান্তিয়া। তবে তোমার পরমায়ু ঐ আধ ঘণ্টা মাত্রই—সার হেনরী লরেন্স! কাজকর্ম্ম গুছিয়ে নাও—এরই মধ্যে! বিদায়!

লরেন্স। বিদায়! আশা করি যুদ্ধক্ষেত্রে আবার সাক্ষাৎ হইবে!

তাস্তিয়া। তোমার সঙ্গে? না! যদি তুমি নিজের কথা রক্ষা কর—তোমার পরমায়ু আধ ঘণ্টা!

(প্রস্থান)

লরেন্স। নিজের উপরে বড় বেশী বিশ্বাস! হাঃ হাঃ হাঃ! কিন্তু সৈনিক বটে! ইংরেজ হইলে ও ভারতের Commander-in-Chief হইতে পারিত! একটা আগুন! একটা ঝটিকা যেন উহার চক্ষুর কোণে ওৎ পাতিয়া আছে—এখনই দুনিয়ার উপরে ঝাঁপাইয়া পড়িবে!

(উইলসনের প্রবেশ)

আইস—উইলসন! আমার পরমায়ু আর অর্দ্ধঘণ্টা মাত্র! হাঃ হাঃ হাঃ!

উইলসন। কী বলিতেছেন সার হেনরী? পরিহাস করিয়াও ও-কথা বলিবেন না!

লরেন্স। আমি ত' বলিতেছি না! বলিল—ঐ বিদ্রোহীদের দূত!

উইলসন। হাঃ হাঃ হাঃ—The braggarts! উহারা বড়াই করিতে ভালবাসে! আধ ঘণ্টার ভিতর উহারা আপনাকে হত্যা করিবে—বলিল বুঝি? কিরূপে শুনি? রেসিডেন্সীতে গুপ্তঘাতক ঢুকিবে কিরূপে?

লরেন্স। গুপ্তঘাতক নয়! কামানের গোলা!

উইলসন। কামানের গোলা?—কোথায় কামান? বিদ্রোহীদের কামান ত' বহু দূরে! রেসিডেন্সী তাহারা পাল্লায় পাইবে কেন?

লরেন্স। দেখা যাউক! আমায় আধ ঘণ্টা এখানে থাকিতে বলিয়া গেল।

উইলসন। কিন্তু কিরূপে থাকিবেন? মচ্ছিভবন হইতে ট্রেজারী উঠাইয়া না আনিলে চলিবে না! মচ্ছিভবন আর কয়দিন রক্ষা করা যাইবে—বলা যায় না! রেসিডেন্সী ও মচ্ছিভবনের মাঝের মাঠে ঢুকিবার জন্য উহারা প্রাণপণ চেষ্টা করিতেছে! উহাদের হয়ত রুখিতে পারা যাইবে না! যদি ট্রেজারী সরাইয়া আনিতে হয়—তবে তাহা এখনই! বিলম্ব করা চলে না।

লরেন্স। টাকার বাক্সগুলি অবশ্য সরাইয়া আনিতে বেশী সময় লাগিবে না। কিন্তু পর্ব্বত প্রমাণ বারুদ ও অস্ত্র-শস্ত্র রহিয়াছে মচ্ছিভবনে! তাহা সরাইয়া আনা অসম্ভব। অথচ তাহা বিদ্রোহীদের হাতে পড়িলেও ঘোর বিপদ! অতএব—

উইলসন। কি বলিতেছেন—সার হেনরী?

লরেন্স। টাকার বাক্স এবং অন্য যাহা কিছু সরাইয়া আনিতে পার—তাহা এখনই সরাইয়া আনার ব্যবস্থা কর।

তারপর বারুদের স্তূপে আগুন দিয়া মচ্ছিভবন উড়াইয়া দাও!

উইলসন। দিল্লীব উইলোবি যেমন করিয়াছিল!

লরেন্স। তাহা ছাড়া আর উপায় কি? তুমি যাও—আর কয়েক মিনিট পরেই আমি আসিতেছি! তুমি ইতিমধ্যে মচ্ছিভবনে গিয়া টাকার বাক্সগুলি এখানে পাঠাইবার ব্যবস্থা কর—সর্ব্বাগ্রে!

উইলসন। আপনি আরও কয়েক মিনিট দেরী করিবেন? প্রতি মিনিটের যে মূল্য অনেক সার হেনরী!

লরেন্স। তা কি আমি জানি না? কিন্তু ঐ মূর্খকে যে আমি কথা দিয়াছি—আধ ঘণ্টা এখানে থাকিবই!

উইলসন। হাঃ হাঃ হাঃ—একটা অসম্ভব ঘটনাকে সম্ভব কল্পনা কবিয়া—

লরেন্স। কথা দিয়াছি ঝোঁকের মাথায়। এখন কথা ভঙ্গ করিতে পারি না ত'!

উইলসন। তা বটে!—এই প্ল্যানটা একবার দেখুন ততক্ষণ—আমবা গোমতী পর্য্যন্ত যে-সব সুড়ঙ্গ খুঁড়িয়া বারুদ ভরিয়া রাখিয়াছি—ইহা তাহারই নক্সা!

লরেন্স। দাও দেখি! তুমি ততক্ষণ—

(নেপথ্যে কামান গর্জ্জন)

ঐ—ঐ—সত্যই যেন এ কামানের আওয়াজ অন্য রকম! এ কি আমাদের সেই পুরাতন মরিচাধরা

কামান ?

উইলসন। অন্য কামান উহারা পাইবে কোথায় ? কিন্তু—
সত্যই এ আওয়াজ—সার হেনরী! যে কামান এমন
আওয়াজ করে,, তাহার পাল্লা—

লরেন্স। আমি কথা দিয়াছি—

(কামান গর্জ্জন)

উইলসন। কামানে সয়তানের আবির্ভাব ঘটিয়াছে—সার হেনরী!
আপনাকে আমি থাকিতে দিব না—এ ঘরে!
কথার খেলাপে যে পাপ তাহা আমার হউক—
আসুন—

(একটি গোলা আসিয়া ঘরে পড়িল)

উইলসন। (পতন)—সার হেনরী!

লরেন্স! I am killed, Wilson!

তৃতীয় দৃশ্য

দিল্লী—হুমায়ুনের কবর

বাহাদুর শাহ—জোয়ানবক্ত।

বাহাদুর। যেয়ো না, যেয়ো না পুত্র! তারা হয়ত গুলি করবে। বাদশাজাদা ব'লে তোমায় ক্ষমা করবে না!

জোয়ান। ক্ষমা? কে চায় তাদের ক্ষমা? বাদশাহী-বংশের মর্য্যাদা ও শক্তি যদি উদ্ধার করতেই না পারলাম - মরতে ভয় কি? তৈমুর লঙ্গের রক্ত আমার দেহে, আমি ভয় করব ঐ সাদা-চামড়াওলা বেনের জাতকে? আমায় ছেড়ে দিন পিতা! আমি রক্ষীদের নিয়ে এগিয়ে যাই সহরের দিকে! একটা ইংরেজও যদি মারতে পারি—নিজে মরবার আগে, সেই ত' লাভ!

বাহাদুর। তুমি বালক—বালকের মতই কথা বলছ! একটা ইংরেজ মারলেই ইংরেজের সাম্রাজ্য ধ্বসে পড়বে—নয়? বহু ইংরেজই ত' মেরেছি আমরা! পেশোয়ার থেকে আরম্ভ ক'রে বারাকপুর পর্য্যন্ত ইংরেজ আমরা মারি নি কোথায়? কানপুর দিল্লী মীরাটে যে ইংরেজরক্তের নদী ব'য়ে গেছে! কী হ'ল? —তা নয়! শোন! এবারকার খেলা ফুরিয়েছে! এখন দরকার শুধু—কোনগতিকে বেঁচে থাকা।

তারপর—সুযোগ যদি আবার আসে—আবার লড়ব! আমার দ্বারা আর হবে না, আমার দিন ফুরিয়ে এসেছে! তুমি যদি বাঁচো—দিল্লীর বাদশাহের বংশ বেঁচে রইল—সে-বংশে একদিন না-একদিন হয়ত দ্বিতীয় তৈমুর লঙ্গ আবির্ভাব হবে—যে মেষপালকের দৈন্যের মাঝখান থেকে মাথা তুলে আকাশের সূর্য্যের পানে হাত বাড়াবে—তাকে নিজের মুকুটমণিতে পরিণত করবার জন্য! এখন—ধৈর্য্য! পুত্র! বিপদে ধৈর্য্যও শৌর্য্যেরই নামান্তর!

জোয়ান। ধৈর্য্য! ধৈর্য্য!—শুনছেন পিতা—দূর থেকে কী আর্ত্তনাদ ভেসে আসছে মধ্যাহ্নের উদাস পবনকে ভারাক্রান্ত ক'রে? দিল্লীতে আজ নাদির শার তাণ্ডবলীলা নতুন ক'রে সুরু হয়েছে! সাদার দল যাকে সমুখে পাচ্ছে—হত্যা করছে! আর আমরা দিল্লীশ্বর—আমরা রইলাম হুমায়ুনের কবরে লুকিয়ে! এর চেয়ে কবরস্থ হওয়া যে অনেক ভাল!

(প্রস্থানোদ্যত)

বাহাদুর। কোথায় যাও? যেয়ো না! যেয়ো না!

জোয়ান। না—ভয় নেই! বাইরে যাব না! যাই—অন্ধকার কোন রন্ধ্র খুঁজে দেখি—যেখানে অভাগা নগর-বাসীদের আর্ত্তনাদ কানে না পৌঁছায়! (প্রস্থান)

বাহাদুর। কোন অভাব ছিল না আয়োজনের! তবু ব্যর্থ! কারণ—শুধু সেনাপতির অভাব, নায়কের অভাব, পথ দেখিয়ে এই বিরাট জনসংঘকে ঈপ্সিত লক্ষ্যে নিয়ে যেতে পারে—এমন একটা লোক দেখা দিলে না, সারা হিন্দুস্থানের এই বহ্নি-আলোড়নের মাঝে!

(আজীমউল্লার প্রবেশ)

আজীম। সেজন্য দায়ী আমি—জাঁহাপনা!

বাহাদুর। তুমি—আজীমউল্লা?—তুমি দায়ী?

আজীম। সেনাপতি ছিল—তাকে আনা সম্ভব হ'ত—কিন্তু আমার একটা চা'লের ভুলে—ঐ অভাগা লিয়াকৎ আলীর প্রার্থনা পূরণ করতে গিয়ে—ধিক্ আমার মুসলিম-হিতৈষণায়!

বাহাদুর। তুমি তান্তিয়ার কথা বলছ!

আজীম। লিয়াকৎ আলীকে ফতেপুর যুদ্ধে যেতে দিয়ে আমি কানপুর ধ্বংসের কারণ হয়েছি, নানাসাহেবের মৃত্যু ঘটিয়েছি, তান্তিয়ার সাফল্যের আশাকে অঙ্কুরে বিনাশ করেছি! অথচ লিয়াকৎ আলীর কোন যোগ্যতা ছিল না ফতেপুরে সৈনাপত্য করবার। তাকে পাঠিয়েছিলাম শুধু সে আমার সধর্ম্মী ব'লে!

বাহাদুর। যেতে দাও সে পুরাতন কথা! প্রয়োজন কী এখন ও-ব্যাপারে রোমন্থন ক'রে?—এখন যে ইংরেজের

খড়্গ উদ্যত আমার নিজের মাথার উপরে—আজীম-উল্লা! তুমিই-বা কোন্ সাহসে এখনও দিল্লীতে রয়েছ?

আজীম। আমার ভয় নেই! কাপ্তেন হড্সনের সঙ্গে আমার বিলেতে আলাপ ছিল!

বাহাদুর। সেই খাতির সে এখনো রাখবে মনে কর? আজ তারা বিজয়ী, প্রতিহিংসায় অন্ধ!

আজীম। খাতির এখনো রেখেছে বলেই আমি আপনার কাছে আসতে পেরেছি! আমি তার সঙ্গে সাক্ষাৎ করেছিলাম! শুনুন—আপনার ও সাজাদা জোয়ান-বক্তের জীবন এখনও বিপন্ন নয়। কারণ, বড়লাটের আদেশ—আপনাদের কেউ হত্যা করবে না!

বাহাদুর। কী করবে তবে?—বন্দী করবে বোধহয়?

আজীম। আপাততঃ!

বাহাদুর। কেন? এ করুণা কেন? আমি নিজে অস্ত্র ধরিনি বটে—অতিরিক্ত বৃদ্ধ ব'লে,—কিংবা জোয়ান-বক্তকেও ধরতে দিইনি—সে সমর-শিক্ষা কিছু পায়নি ব'লে,—কিন্তু অস্ত্রধারণই ত' আর একমাত্র বিদ্রোহলক্ষণ নয়! বিদ্রোহীদের প্রতি আমাদের ষোলআনা সহানুভূতি ছিল, এখনও আছে—এ-কথা গোপন করতে আমি ঘৃণা করি!

আজীম। সহানুভূতির দরুণ আপনাদের কতখানি অপরাধ

হয়েছে ইংরেজের দৃষ্টিতে, এবং সে-অপরাধের দরুণ ঠিক কতটা দণ্ড আপনাদের হওয়া উচিত—তার বিচার যথাকালে বড়লাট স্বয়ং করবেন। উপস্থিত আপনারা বন্দী—কাপ্তেন হডসন এই সংবাদ আমাকে জানাতে বললেন আপনার কাছে। আপনারা প্রস্তুত হোন—শীঘ্রই ইংরেজ-সৈন্য আসবে—আপনাদের ইংরেজ-শিবিরে নিয়ে যাবার জন্য!

বাহাদুর। অবশেষে, বন্দী?—আর আমার অন্য পুত্রদের কি হবে?

আজীম। কই—তাঁদের সম্বন্ধে কোন আদেশ কাপ্তেন হডসনের কাছে ত' এসে পৌঁছায় নি!

বাহাদুর। পৌঁছায় নি? তার অর্থ? আমার আরও পুত্র আছে—তা ত' ইংরেজ-সরকারের অজানা নয়।

আজীম। আরও পুত্র আছে—তা ইংরেজ সরকারের অজানা নয় অবশ্য! কারণ, তাঁরা প্রত্যেককে মাসিক ভাতা দিয়ে এসেছেন এতকাল! কিন্তু তাদের জীবনের জন্য আপনার কোন ব্যাকুলতা থাকবে—তা হয়ত তাঁরা ভাবেন নি।

বাহাদুর! এ কি কথা—আজীমউল্লা? বিপদকলে তুমিও কি আমাকে পরিহাস করছ?

আজীম। সে স্পর্দ্ধা আমার নেই সম্রাট! আমি বলছি ইংরেজ-সরকারের ধারণার কথা! এতদিন পুত্র, বা

উত্তরাধিকারীরূপে সর্ব্বদাই আপনি ইংরেজ-সরকারের কাছে জোয়ানবক্তেরই নাম উল্লেখ ক'রে এসেছেন! অন্য পুত্রদের কথা কোনদিন ত' বলেন নি তাদের কাছে! কাজেই—

বাহাদুর। তারই জন্য তাদের প্রাণ যাবে?

আজীম। হয়ত যাবে না! কারণ, আপনার কোনো পুত্রই বিদ্রোহে অস্ত্রধারণ করেন নি! এবং নিজে যারা অস্ত্রধারণ করে নি—তাদের প্রতি দয়া প্রকাশ করা হবে—বড়লাট সাধারণভাবে এইরকম একটা আদেশ না-কি প্রচার করেছেন—শুনেছি!

(হডসনের প্রবেশ)

হডসন। আজীমউল্লা!

আজীম। এসো—এসো—কাপ্তেন এসো! এই বাদশাহ! দেখ—তোমার পিতার বয়স্ক! বৃদ্ধ! হতভাগ্য! এঁর উপর তোমার দয়া করা উচিত! বিশেষ তুমি বীর যোদ্ধা—শরণাগত দুর্ব্বলের উপর অত্যাচার করা তোমাদের ইংরেজ-জাতির ত' রীতি নয়!

হডসন। দয়া করার যিনি মালিক আছেন—তিনি ত' দয়াই করিয়াছেন! দয়া না করিলে কি বাদশাহ এতক্ষণ জীবিত থাকিতেন?—চলুন বাদশাহ, আপনার পুত্রকে লইয়া চলুন—ইংরেজ-শিবিরে!. সেখানে কোনো কষ্ট হইবে না—হাঃ হাঃ হাঃ—

বাহাদুর। সাহেবের এ হাসিতে আমি ভয় পাচ্ছি—আজীম-উল্লা!

হডসন। এত ইংরেজের চোখের জল পড়িয়াছে আপনাদের জন্য—আজ তাহাদিগকে হাসিতে দেখিয়া ভয় পাইলে চলিবে কেন—বাদশাহ? চলুন—চলুন—জোয়ানবক্ত কোথায়?

আজীম। আমি তাঁকে খুঁজে আনি—

(প্রস্থান)

[হডসন নিষ্ঠুর দৃষ্টিতে বাহাদুর শাহের দিকে তাকাইলেন ও নীরবে তাঁহাকে কক্ষের বাহিরে আসিতে ইঙ্গিত করিলেন]

বাহাদুর। একটা প্রার্থনা—সাহেব! আমি বাঁচতে চাই না! বাঁচতে চাই না! তোমার চোখের ওই নৃশংস দৃষ্টি, মুখর হয়ে আমাকে ব'লে দিচ্ছে—বন্দী-জীবনে তোমাদের কাছে কি ব্যবহার আমি পাবো! তার চেয়ে ওই গুলীভরা বন্দুক রয়েছে তোমার হাতে, এক গুলীতে আমায় শেষ ক'রে দাও সাহেব! আমার সকল লাঞ্ছনার শেষ হোক—দোহাই তোমার!

হডসন। লাঞ্ছনার শেষ? এখনও যে আরম্ভই হয় নাই! চলো বুড্‌ঢা! বহুৎ বাৎ মাৎ বোলো!

[বাহাদুর শাহের হাত ধরিয়া প্রস্থান]

[আজীমউল্লার প্রবেশ]

আজীম। হডসন—বাদশাহ্ আর জোয়ানবক্তকে নিয়ে শিবিরে ফিরে গেল—এই অবসরে যদি বাদশাহী-বংশের অন্য শাহজাদাদের বাঁচাতে পারা যায়—দেখি চেষ্টা ক'রে—

(মির্জ্জা সুলতানের প্রবেশ)

মির্জ্জা। আজীমউল্লা!

আজীম। শুন্থন! আপনাদের কথাই ভাবছিলাম! মির্জ্জা মোগল, মির্জ্জা আবুবক্ত—এঁরা কোথায় গেলেন?

মির্জ্জা। পাশের ঘরেই লুকিয়ে আছে। তুমি আমাদের বাঁচাতে পারো না—আজীমউল্লা?

আজীম। চেষ্টা করতে পারি! শীঘ্র আপনারা ছদ্মবেশ ধারণ করুন! আমার পাল্কীর বেয়ারাদের কাপড়-চোপড় প'রে নিন—তারপর আমার পাল্কী বয়ে—কসুর নেবেন না—

মির্জ্জা। কসুর? তুমি আমাদের প্রাণদাতা! কিন্তু পাল্কী কেউ ধরবে না ত'?

আজীম। না—আমার পাল্কীতে হডসন ইংরেজ-পতাকা বসিয়ে দিয়েছে। আমায় কেউ কোনো প্রশ্ন করবে না, বা রুখবে না! যান—চট্ ক'রে কাপড় বদলে ফেলুন—বেয়ারাদের আমি ব'লে দিয়েছি—ওরা পাঁচ নম্বর কামরায় আছে! যান—

[মির্জ্জা সুলতানের প্রস্থান]

আজীম। যদি এদের বাঁচাতে পারি—জানবো—একটা কাজের মত কাজ হলো!

(নেপথ্যে গুলীর শব্দ ও আর্ত্তনাদ)

ও কি! ও কি! ও কি!

(প্রস্থানোদ্যত)

(হডসনের প্রবেশ)

হডসন। তুমি এদের বাঁচাইবার ফিকির করিয়াছিলে—আজীমউল্লা? দেখিলাম, তোমার পাল্কীর বেয়ারাদের সঙ্গে এরা কাপড় বদল করিতেছে?

আজীম। তুমি শাহজাদাদের হত্যা করেছো—হডসন?

হডসন। অবশ্য!—পর-পর তিনজন!—এইও!

(আজীমউল্লা হঠাৎ পিস্তল দিয়া হডসনকে গুলী করিলেন—গুলী হডসনের গায়ে লাগিল না—সেই মুহূর্ত্তেই হডসনের তরবারি, আজীমউল্লার বক্ষে বিদ্ধ হইল)

আজীম। উঃ—কেউ বাঁচবে না—তুমিও মরবে হডসন—এত পাপ, খোদা সইবেন না! নিরপরাধ ওই শাহজাদা তিনজন—

হডসন। তুমি কেন তাদের বাঁচাইতে গেলে বেইমান?

আজীম। বেইমান? কিসে? ওরা আমার স্বধর্ম্মী, ওরা আমার বাদশাহের সন্তান! আর তুমি—তুমি ইংরেজ—তুমি দুষমণ মাত্র—

(মৃত্যু)

চতুর্থ দৃশ্য

লক্ষ্ণৌ—রেসিডেন্সী

হ্যাব্‌লক্—তান্তিয়া।

হ্যাব্‌লক। তুমিই সার হেনরী লরেন্সকে নিধন করিয়াছিলে?

তান্তিয়া। আমি বার-বার তাঁকে অনুরোধ করেছিলাম—ঐ ঘরখানায় না থাকতে। তিনি গেলেন না—আমি করবো কি?

হ্যাব্‌লক্। আজ আবার তুমি শ্বেত-পতাকা উড়াইয়া আসিয়াছ কিসের জন্য?

তান্তিয়া। সেদিনও একটা প্রস্তাব এনেছিলাম—তা তোমরা গ্রাহ্য করো নি! ফলে—লরেন্স মারা যান! আজও আবার একটা প্রস্তাব এনেছি—যদি গ্রাহ্য না করো—

হ্যাব্‌লক্। আমি মারা যাইব বোধ হয়?

তান্তিয়া। না—সে কথা বলতে পারি না! কারণ, আজ আমার কামান যেখানে আমি সরিয়ে নিয়েছি, সেখান থেকে গোলা ছুঁড়ে রেসিডেন্সীর নাগাল পাওয়া আমার পক্ষেও সম্ভব নয়। কিন্তু তুমি আমার পাল্লার বাইরে হলেও—কর্ণেল নীল বাইরে নন। আমার প্রস্তাব যদি না শোনো, তবে নীলের মৃত্যু অবধারিত!

হ্যাব্‌লক্। নীল? নীল ত' কানপুরে।

তাস্তিয়া। ছিলেন! কিন্তু তিনি যে লক্ষ্ণৌয়ে আগতপ্রায়—তা তোমার অজ্ঞাত—এই কথাই কি তুমি আমায় বিশ্বাস করতে বলো—জেনারেল?

হ্যাব্‌লক। তুমি—তুমি এ সংবাদ জানো?

তাস্তিয়া। আমায় জানতে হয়—কারণ আমি ও-পক্ষের সেনাপতি!

হ্যাব্‌লক্‌। এ-সংবাদও যখন তুমি জানো—যা, আউটরাম, নীল ও আমি ছাড়া চতুর্থ ব্যক্তি জানে না—তখন তুমি যে সত্যই সেনাপতি-পদের যোগ্য—তা আমি মুক্তকণ্ঠে স্বীকার করিতেছি—তাস্তিয়া তোপী! হয়তো তুমি ফতেপুরে গেলে, কানপুরের পতন হইত না!

তাস্তিয়া। আমি যে ফতেপুরে যেতে পারি নি, সে আমার দোষ নয়!—যাক—নীলের গতিবিধি আমি জানি, দেখতেই পাচ্ছো! আর, নীলের আগমনের পথ যে আমার কামানের পাল্লার ভিতরে—তাও বুঝতে পারছো! এখন যদি আমার প্রস্তাব গ্রাহ্য না করো—তাহ'লে—

হ্যাব্‌লক্‌। তা হইলে—নীলের মৃত্যু হইবে! হয়তো সত্যই হইবে! তুমি যখন বলিতেছ! কারণ, লরেন্সের মৃত্যু সম্বন্ধে তোমার ভবিষ্যদ্বাণী বর্ণে-বর্ণে ফলিয়া যাওয়ার পরে তোমার কথায় অবিশ্বাস করি কিরূপে?

শুনি তোমার প্রস্তাব !

তান্তিয়া। সেদিন লরেন্সের কাছে আমার প্রস্তাব ছিল— ইংরেজ-সেনার লক্ষ্ণৌ ত্যাগ ! আজ আমার প্রস্তাব সম্পূর্ণ বিপরীত !

হ্যাব্‌লক্। বিপরীত ?

তান্তিয়া। হাঁ—আজ আমরাই চলে যেতে চাই লক্ষ্ণৌ ছেড়ে— যদি তোমরা প্রতিশ্রুতি দাও যে, আমাদের যাওয়ার পথে কোনো বাধা দেবে না তোমরা !

হ্যাব্‌লক্। তোমরা ছাড়িয়া যাইতে চাও লক্ষ্ণৌ ?

তান্তিয়া। বিশ্বাস হচ্ছে না ?

হ্যাব্‌লক্। কিরূপে হইবে ? লক্ষ্ণৌ ত' প্রায় তোমাদের করতলগত ! এখন ছাড়িয়া যাওয়া—

তান্তিয়া। লক্ষ্ণৌ প্রায় আমাদের করতলগত—সে খবর তোমার চেয়ে আমি ভালোই জানি ! আজ সাতাশ দিন নগর অবরুদ্ধ—রসদ ফুরিয়েছে ! গরু, ঘোড়া, উট, গাধা, কুকুর, বেরাল পর্য্যন্ত—যা ছিল জন্তু-জানোয়ার রেসিডেন্সীর ভিতর—সব তোমরা খেয়ে শেষ করেছো। আর বড়-জোর দু'টো দিন—তারপর অনাহারেই তোমাদের বাধ্য হতে হবে আত্মসমর্পণ করতে ! সব আমি জানি সাহেব !

হ্যাব্‌লক্। তবু তুমি চলিয়া যাইতে চাও সৈন্যসহ—এ কেমন কথা ?

তাস্তিয়া। আমার ভালো লাগছে না! আমার অন্যত্র কাজ আছে! আমি আর যুদ্ধ করতে চাই না! দেখ, তুমি রাজী?

হ্যাব্‌লক্। নীল আসিতেছে বটে, কিন্তু তাহার সঙ্গে সৈন্য সামান্যই! তাহাদের ভয়ে তুমি সরিয়া যাইতে চাহিতেছ না—ইহা ঠিক। তবে—কেন তোমার যুদ্ধে অনিচ্ছা? এ যে প্রহেলিকা!

তাস্তিয়া। তুমি রাজী?

হ্যাব্‌লক্। না। কারণ, জেনারেল আউটরাম এলাহাবাদে! তাঁহার অনুমতি না লইয়া আমি এরূপ সন্ধি করিতে পারি না তোমার সঙ্গে! এলাহাবাদে দূত পাঠাইয়া মত লইতে পারি!

তাস্তিয়া। সে ত' তিন-চারদিনের ব্যাপার!

হ্যাব্‌লক্। উপায় নাই! আমার ক্ষমতা নাই এ সন্ধি করিবার—

তাস্তিয়া। নীল তাহ'লে আজই মরবে!

হ্যাব্‌লক্। ভগবান তাহাকে রক্ষা করুন! আমার নিজের মৃত্যু অবশ্যম্ভাবী হইলেও আমি এছাড়া আর কিছু বলিতে পারিতাম না।

তাস্তিয়া। এই শেষ কথা?

হ্যাব্‌লক্। এই শেষ কথা। ভগবান নীলকে রক্ষা করুন!

তাস্তিয়া। বিদায়—তাহ'লে! হ্যাঁ, তোমায় একটা সুখবর

দিয়ে যাই সাহেব যাবার বেলায়! দিল্লীর পতন হয়েছে!

হ্যাব্‌লক্। দিল্লী?

তান্তিয়া। দিল্লীর পতন হয়েছে! হডসন তোমাদের সাহায্যে যাত্রা করেছে! অবশ্য তার আসতে তিনদিন দেরী আছে!

হ্যাব্‌লক্। Think God! Think you!

তান্তিয়া। আমায় ধন্যবাদ দেওয়া অকারণ! তুমি যদি আমায় সসৈন্যে অপসৃত হবার সুযোগ দিতে রাজী হতে—তাহ'লে এ খবর তোমার কর্ণগোচর হতো না!

হ্যাব্‌লক্। তুমি তাহ'লে হডসনের ভয়েই পালাতে চাইছো—তান্তিয়া?

তান্তিয়া। না। হডসনের সাধ্য কি—আমায় টলায়? লক্ষ্ণৌয়ের চারপাশে আমি যে ব্যূহ রচনা ক'রে ব'সে আছি—তা দিল্লী থেকে দু'হাজার সৈন্য এনে চূর্ণ করতে পারতো না হ্যাব্‌লক্! আমি যাচ্ছি, অন্য কারণে!

হ্যাব্‌লক্। বাজে কথা। তুমি হডসনের ভয়েই পালাচ্ছো!

তান্তিয়া। হাঃ হাঃ হাঃ! তবে শোনো জেনারেল! গোপন ক'রে লাভ নেই! তোমাদের সাহায্যে কে আসছে জানো? কোনো ইংরেজ নয়! এমন প্রতাপশালী ইংরেজ-সেনানী ভারতের মাটিতে বর্ত্তমান নেই যে, লক্ষ্ণৌ অবরোধ উত্তোলন ক'রে দূরে পালাতে

বাধ্য করতে পারতো—তান্তিয়া তোপীকে! আসছে তোমাদের সাহায্যে—প্রায় পঁচিশ হাজার গুর্খা নিয়ে—

হ্যাব্‌লক্‌। গুর্খা? কে—কে?

তান্তিয়া। নেপালের জঙ্গ বাহাদুর!—বিদায়।

(প্রস্থান)

হ্যাব্‌লক্‌। নেপালের জঙ্গ বাহাদুর? নেপালের জঙ্গ বাহাদুর? —তাই বটে! ভারতের সর্ব্বনাশ চিরদিন ভারতীয়েরাই করে! আমাদের সৌভাগ্য!—কিন্তু —এই তান্তিয়া কি সবজান্তা? আধঘণ্টার পথে নীল, তিনদিনের পথে হডসন, পঁচিশ হাজার গুর্খা জঙ্গ বাহাদুরের সঙ্গে, দু'দিনের বেশী রসদ নাই রেসিডেন্সীতে—সব ওর নখদর্পণে! ভগবান প্রসন্ন ইংরেজ-জাতির উপরে—তা না হইলে ফতেপুর যুদ্ধের পূর্ব্ব মুহূর্ত্তে নানাসাহেব, তান্তিয়া তোপীর অপমান করিত না! যাই—সৈন্যদের সুখবর দিই—মুক্তি আসন্ন! তিনদিনের পথে হডসন—পঁচিশ হাজার গুর্খা লইয়া আগতপ্রায় জঙ্গ বাহাদুর—

(দ্রুত একজন সৈনিকের প্রবেশ)

সৈনিক। জেনারেল! কর্ণেল নীল নিহত!

হ্যাবলক্‌। My God!

সৈনিক। লক্ষ্ণৌ নগরে প্রবেশের মুখে—তিনি ছিলেন আমাদের

পুরোভাগে—হঠাৎ একটা গোলা কোথা থেকে এসে তাঁর দেহটা উড়িয়ে নিয়ে গেল—

হ্যাব্‌লক্‌। তান্তিয়া তোপী! তান্তিয়া তোপী! আমি টুপী খুলিয়া তোমাকে সম্মান জানাইতেছি—তুমি আউট-রাম হ্যাব্‌লক্‌, নীল হডসন—সকলের অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ সেনাপতি! জয়-পরাজয়—সে কেবল নিয়তি!

পঞ্চম দৃশ্য

কোসানি—যুদ্ধক্ষেত্র

তান্তিয়া।

তান্তিয়া। বোধহয় এই যুদ্ধই শেষ যুদ্ধ। আর যেন পেরে উঠছি নে! দেহ জবাব দিয়েছে—মানুষের দেহ ত'! সবাই গেছে! নানাসাহেব, আজীমউল্লা, টীকা-সিংহ, জোয়ালাপ্রসাদ—এদের নিয়ে গেল আদিপর্ব্ব! অজ্ঞাত অখ্যাত সৈনিক-সিপাহীদের নেতৃত্বে গেল লক্ষ্ণৌ-পর্ব্ব! তারপর ঝান্সীর রণক্ষেত্রে বীরাঙ্গনা মহারাণী লক্ষ্মীবাইয়ের সাহচর্য্যে—বলতে পারি, সেটা স্ত্রী-পর্ব্ব! তারপর গোয়ালিয়র থেকে ভরতপুর, ভরতপুর থেকে মথুরা, মথুরা থেকে জয়পুর, সেখান থেকে একে-একে টঙ্কে, সম্বলে, বুন্দীতে, নিমচে—যুদ্ধের পর যুদ্ধ। ক্রমাগত হেরেছি, ক্রমাগত পালিয়েছি! কত ছোট-বড় সেনাপতি সামনে এসে দাঁড়িয়েছে, হ্যাবলক্-নীলের তুলনায় এরা বামন-মাত্র—সাওয়ার, মাইকেল, স্মিথ—নামও মনে থাকে না এ-সব অপোগণ্ডদের! ওরাও যুদ্ধ করে তান্তিয়ার সাথে! 'হাতী কর্দ্দমে ডুবে যাচ্ছে—ভেকও এসে লাথি মেরে যায়! এ অবমাননার শেষ হোক!

(সৈনিকের প্রবেশ।)

সৈনিক। সেনাপতি! এই দিকেই ত' গোলা ছুটছে—আপনি একটু স'রে দাঁড়ান!

তান্তিয়া। দাঁড়াবো! রাও সাহেবের খবর কি?

সৈনিক। তিনি ত' পালিয়েছেন!

তান্তিয়া। এরই মধ্যে? সে যে আমায় কথা দিয়ে গেল—আজ শেষপর্য্যন্ত লড়তে হবে, আর আমরা পালাবো না!

সৈনিক। না পালিয়ে, লাভ কি সেনাপতি?

তান্তিয়া। দেহ ভেঙে পড়েছে—যদিও মন ভাঙেনি! ঐ মনের কথা-মত আরও যদি ছুটতে হয়, তবে নতুন ক'রে দেহ ধারণ করা দরকার! সেই চেষ্টাই করবো এবার! তুমি যাও, পালাও! এখনও সময় আছে বোধহয়!

সৈনিক। আপনিও চলুন সেনাপতি! পারণের অরণ্যে যত দিন ইচ্ছা আত্মগোপন ক'রে থাকা চলবে! ইতি-মধ্যে হয়তো আবার সুযোগ আসবে!

তান্তিয়া। তুমি যা বলছো—তা ঠিক। তুমি যাও পারণের অরণ্যে! আমি ভিন্ন-পথে আসছি! একসঙ্গে না যাওয়াই ভালো!

সৈনিক। বহু যোজন ব্যেপে রয়েছে—পারণের অরণ্য! পৃথক-পৃথক গেলে কোথায় আবার দেখা হবে—সেনাপতি?

আপনাকে আমি চোখের আড়াল করতে চাইনে।

তান্তিয়া। ভক্ত-বন্ধু! আমি চোখের আড়ালেই যেতে চাই! এবারের মত আমরা ব্যর্থ হয়েছি। আবার নতুন ক'রে কাজ সুরু করতে হবে! কিন্তু, তা—এ-দেহ নিয়ে সম্ভব নয়। আমি নতুন দেহের সন্ধানে যাচ্ছি! আমায় তুমি আর খুঁজো না! বিশ-পঁচিশ বছর পরে তোমার পুত্রকে ব'লো আমায় খুঁজতে!

সৈনিক। আমার পুত্রকে? সে কি ক'রে আপনাকে চিনবে—সেনাপতি?

তান্তিয়া। অতি সহজেই চিনবে! তাকে শুধু ব'লে দিও—সুখময় দাস্যের শান্ত হাওয়ায় যে তুলবে বিপ্লবের ঝটিকা, সেই তান্তিয়া। প্রভুপদে সোহাগমদে দোদুল-কলেবর ভারতবাসীকে যে শোনাবে শৃঙ্খল-ভাঙার সঙ্গীত, সেই তান্তিয়া। অত্যাচারীকে স্বহস্তে হত্যা ক'রে যে ইংরেজের ফাঁসীকাঠে গিয়ে উঠবে, সেই তান্তিয়া। অতি সহজেই আমায় চিনতে পারবে সেই অনাগত নবযুগের তরুণেরা! যাও বন্ধু! এখন যাও! বিদায়!

সৈনিক। সেনাপতি!

(সাশ্রুনেত্রে বিদায়)

তান্তিয়া। ভারতবর্ষ! বিপ্লবী তান্তিয়া আজ নব-কলেবরের সন্ধানে যাচ্ছে! কেন এবারকার এ অভ্যুত্থান ব্যর্থ হ'লো—তা নিয়ে জগতের ঐতিহাসিকেরা গবেষণা করুক—আমি জানি এ অভ্যুত্থান ব্যর্থ হয়নি! অনেক জলের তলায় বনিয়াদ সুরু করতে হয়েছে, অল্প দূর গেঁথে তুলতেই জীবনী-শক্তি ফুরিয়ে গেল! আরও দু'তিনটে জন্ম এইভাবেই গেঁথে যেতে হবে বোধহয়—তবে যদি অতল কালো-জলের ওপরে মাথা তুলতে পারে স্বাধীনতার স্বর্ণ-সৌধ। প্রতীক্ষায় দুঃখ নেই, অধ্যবসায়ে শ্রান্তি নেই—তান্তিয়ার দল পুরুষানুক্রমে ক'রে যাবে—বিদ্রোহ আর যুদ্ধ, শত্রু নিধন আর মৃত্যু বরণ! বিদায়। জন্মভূমি! খুঁজে দেখি কোথায় আছে—ইংরেজের ফাঁসীমঞ্চ!

(সমাপ্ত)